

শুধুমাত্র ব্যবসায় পর্যায়ে প্রয়োজনীয় ভ্যাট নির্দেশিকা
কেন আমরা ব্যবসায় পর্যায়ের ভ্যাট ব্যবস্থাপনাকে গুরুত্ব সহ নিলাম।

সন	প্রকৃত আদায়(কোটি টাকা)	লক্ষ্যমাত্রা (কোটি টাকা)	পার্থক্য(কোটি টাকা)	পার্থকের হার		আদায় বৃদ্ধির হার
২০১৮-১৯	৮৭,৬১০	১০৪,০০৬	(১৬,৩৯৬)	(১৬)	২৫.৩১	১১.৩৩
২০১৭-১৮	৭৮,৬৯৩	৮৩,০০০	(৪,৩০৭)	(৫)	৩১.৭৫	২৩.৮১
২০১৬-১৭	৬৩,৫৬২	৬৩,০০০	৫৬২	১	১৬.১৯	১৪.৬৩
২০১৫-১৬	৫৫,৪৫০	৫৪,২২০	১,২৩০	২	১২.৩৪	১৩.১৩
২০১৪-১৫	৪৯,০১৪	৪৮,২৬৪	৭৫০	২		

দেখা যায় যে, ২০১৪-১৫ থেকে ২০১৭-১৮ পর্যন্ত ভ্যাট আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা এবং সেটা অর্জনের সফলতাকে দেশের ব্যবসায় বৃদ্ধির ধারাবাহিকতা মনে করে ২০১৮-১৯ সালে লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয় ২৫.৩১%। কিন্তু বছর শেষে হয় ১১.৩৩% যা লক্ষ্যমাত্রার অর্ধেক এর ও কম। সেটাকে আমলে না নিয়ে চলতি বছরে লক্ষ্যমাত্রার বৃদ্ধি ধরা হয় ২২% যা বিগত ছয় মাসে অর্জনের বৃদ্ধি মাত্র ২%। যার ফলে রাজস্ব আদায়ে ব্যবপকতা বৃদ্ধি করতে সরকার বদ্ধ পরিকর হবে। আমরা সে দিক বিবেচনায় নিয়ে ব্যবসায় পর্যায়ে ভ্যাট আইন গুলি আলাদাকরন ও আদর্শ মুসক আইনের আনার অভিপ্রায়ে আমাদের এই উদ্যোগ। আমরা মনে করেছি ব্যবসায় পর্যায়ে আদর্শ ভ্যাট হার আনতে পারলে রেয়াত নেওয়ার ফলে বর্তমানে মোট বিক্রয়ের উপর ৫% হারে ভ্যাট প্রদানের কথা বলা হয়েছে সেটা আদর্শ হাে ১.৫% হতে ২% এর বেশী হবে।

উপরোক্ত চার্ট দেখ সহজে অনুমান করা যায় যে ভ্যাট আদায়ে সরকার কতটা মরিয়া হবে। সে ভ্যাট আদায় করতে গিয়ে কারো উপর যাতে অন্যায় ভাবে আইন প্রয়োগ করা না হয় বা কেউ যাতে হয়রানীর শিকার না হয় সে দিক বিবেচনায় নিয়ে আমরা ব্যবসায় পর্যায়ে ভ্যাট ব্যবস্থাকে বেছে নিয়েছি। বর্তমান আইনে তারা যদি মোট বিক্রয় মূল্যের উপর ৫% হারে ভ্যাট প্রদান করেন তবে যে অধিক পরিমাণ ভ্যাট প্রদান করতে হবে সেটা তাদের জন্য সুখকর হবে না। তাই তাদের সহযোগিতার জন্য আমরা তাদের জন্য ভ্যাট আইনের দরকারী অংশ আলাদা করে নিয়ে এবং আদর্শ ভ্যাট হার অর্থাৎ ১৫% হারে ভ্যাট প্রদান যে লাভজনক সেটা প্রমানের চেষ্টা করেছি। তাদের ব্যবসায়িক খরচ বৃদ্ধি না করে মাত্র ছয় মাস তাদের সাথে থেকে বর্তমান লোকবলকে দক্ষ করব। আমরা তাদের জন্য এমন একটা সিস্টেম উন্নয়ন করতে চাই যেখানে হিসাবের রক্ষিত দলিলাদি দ্বারা মুসক ফরম সমূহ পূরণের ব্যবস্থা করব যাতে করে দক্ষ জনশক্তির বহুবিদ ব্যবহার করা যায়।

সে উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য নিম্নে আমাদের চেষ্টার প্রথম ধাপ উপস্থাপন করা হইল।

২। সংজ্ঞা।— বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে, এই আইনে,—

(৫) “অর্থ” অর্থ বাংলাদেশ বা যে কোন দেশে প্রচলিত কোন মুদ্রা (legal tender), এবং নিম্নবর্ণিত দলিলাদিও উহার অন্তর্ভুক্ত হইবে, যথা:—

(ক) বিনিময়ে দলিল (negotiable instrument);

(খ) বিল অব এক্সচেঞ্জ, প্রমিসরি নোট, ব্যাংক ড্রাফট, পোস্টাল অর্ডার, মানি অর্ডার বা সমতুল্য দলিল;

(গ) ক্রেডিট কার্ড বা ডেবিট কার্ড; বা

(ঘ) এ্যাকাউন্ট ডেবিট বা ক্রেডিটের মাধ্যমে প্রদত্ত সরবরাহ;

এখানে অর্থ বলতে একজন ব্যবসায়ীর সমস্ত ব্যবসায়িক লেনদেন সমূহকে বোঝাবে। ব্যক্তিগত কোন বিষয় এখানে আসবে না। যেমন নিজের বাসার জন্য বাজার করা, তবে সেই বাজার যদি ব্যবসায় এর কর্মচারীর জন্য করা হয় তবে সেটা ব্যবসায়িক খরচ হিসাবে বিবেচনা করা যাবে। ক্রেডিট কার্ড বা ডেবিট কার্ড দিয়ে বাচ্চার জন্য কোন কাপড় ক্রয় করলে সেটা ব্যবসায়িক লেনদেন হবে না।

(৬) “অর্থনৈতিক কার্যক্রম” অর্থ পণ্য, সেবা বা স্থাবর সম্পত্তি সরবরাহের উদ্দেশ্যে নিয়মিত বা ধারাবাহিকভাবে পরিচালিত কোন কার্যক্রম; এবং

(ক) নিম্নবর্ণিত কার্যক্রমও উহার অন্তর্ভুক্ত হইবে, যথা:—

(অ) কোন ব্যবসা পেশা, বৃত্তি, জীবিকা উপার্জনের উপায়, পণ্য প্রস্তুত বা কোন ধরনের উদ্যোগ (undertaking) মুনাফার লক্ষ্যে কার্যক্রমটি পরিচালিত হউক বা না হউক;

(আ) লিজ, লাইসেন্স বা অনুরূপ উপায়ে কোন পণ্য, সেবা বা সম্পত্তি সরবরাহ;

(ই) কেবল একবারের জন্য পরিচালিত কোন বাণিজ্যিক কার্যক্রম বা উদ্যোগ; বা

(ঈ) উক্ত কার্যক্রমের প্রারম্ভ বা শেষে সম্পাদিত কোন কার্য; তবে—

এখানে অর্থনৈতিক কার্যক্রম বলতে একজন ব্যবসায়ীর ব্যবসায় সম্পর্কিত কাজ সমূহকে বোঝাবে। ব্যক্তিগত কোন বিষয় এখানে আসবে না। যেমন নিজের বসবাসের জন্য কোন জমি ক্রয় বা ইমারত নির্মাণ করলে সেটা অর্থের লেনদেন হলেও সেটা ব্যবসায়িক কার্যক্রম হবে না। তবে সেটা ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান পরিচালনা ও কর্মচারীদের থাকার জন্য কোন ইমারত তৈরী করলে সেটা ব্যবসায়িক কার্যক্রম হিসাবে বিবেচনা করা যাবে।

(খ) নিম্নবর্ণিত কার্যক্রম অর্থনৈতিক কার্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত হইবে না, যথা:—

(অ) কর্মচারী কর্তৃক তাহার নিয়োগকর্তাকে প্রদত্ত সেবা;

(আ) কোম্পানীর কোন পরিচালক কর্তৃক প্রদত্ত কোন সেবা;

তবে, যেক্ষেত্রে উক্ত ব্যক্তি তাহার ব্যবসা পরিচালনার নিমিত্ত উক্ত পরিচালকের পদ গ্রহণ করেন, সেইক্ষেত্রে তৎকর্তৃক প্রদত্ত সেবা অর্থনৈতিক কার্যক্রম হইবে;

(ই) বাণিজ্যিকভাবে পরিচালিত নয় এমন কোন বিনোদনমূলক কাজ বা শখ;

(ঈ) বাণিজ্যিক উদ্দেশ্য ব্যতীত, সরকার কর্তৃক পরিচালিত নির্ধারিত কোন কার্যক্রম;

(৭) “অংশীদারি কারবার” অর্থ অংশীদারি কারবার আইন, ১৯৩২ (১৯৩২ সনের ৯ নং আইন) এর ধারা ৪ এ সংজ্ঞায়িত অংশীদারি কারবার;

(১০) “আনুক্রমিক (progressive) বা পর্যাবৃত্ত (periodic) সরবরাহ” অর্থ—

(ক) কোন চুক্তির অধীন আনুক্রমিক বা পর্যাবৃত্তভাবে অর্থ পরিশোধের শর্তাধীনে প্রদত্ত কোন সরবরাহ;

(খ) কোন লিজ, হায়ার অব লাইসেন্স (ফাইন্যান্স লিজসহ) এর অধীন প্রদত্ত কোন সরবরাহ; বা

(গ) নির্মাণ বা প্রকৌশলগত কার্যক্রম, ভবন পুনর্গঠন বা বর্ধিতকরণের কাজে প্রত্যক্ষভাবে প্রদত্ত কোন সরবরাহ;

এর অর্থ একটি ওয়ার্ক ওডার বা ক্রয় আদেশের বিপরীতে সেখানে উল্লিখিত একটা বড় পরিমাণ এর বিপরীতে ছোট ছোট অংশে সরবরাহকে বোঝায়, যেমন এক হাজার টন ক্রয় আদেশের বিপরীতে প্রতি দিন একশত টন করে সরবরাহ প্রদানকে বোঝাবে।

(১১) “আনুষঙ্গিক পরিবহন সেবা” অর্থ জাহাজে পণ্য বোঝাইকরণ বা খালাসকরণ সংক্রান্ত সেবা, পণ্য বাঁধা সংক্রান্ত সেবা, পণ্য পরিদর্শন সংক্রান্ত সেবা, শুল্ক দলিলাদি প্রস্তুতকরণ ও প্রক্রিয়াকরণ সংক্রান্ত সেবা, কন্টেইনার হ্যাণ্ডলিং সংক্রান্ত সেবা, পণ্য গুদামজাতকরণ বা সংরক্ষণ সংক্রান্ত সেবা ও অনুরূপ অন্য কোন সেবা;

অর্থাৎ একটি পণ্য ক্রয় থেকে ব্যবসায় স্থলে আনা পর্যন্ত সমস্ত কার্যক্রমকে বোঝানো হয়েছে।

(১২) “আন্তর্জাতিক পরিবহন” অর্থ আনুষঙ্গিক পরিবহন সেবা ব্যতিরেকে, সড়ক, নৌ বা আকাশপথে যাত্রী ও পণ্যাদির নিম্নবর্ণিত পরিবহন, যথা:—

(ক) বাংলাদেশের বাহিরে অবস্থিত কোন স্থান হইতে বাংলাদেশের বাহিরে অবস্থিত কোন স্থানে পরিবহন;

(খ) বাংলাদেশের বাহিরে অবস্থিত কোন স্থান হইতে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে কোন স্থানে পরিবহন; বা

(গ) বাংলাদেশের অভ্যন্তরে অবস্থিত কোন স্থান হইতে বাংলাদেশের বাহিরে অবস্থিত কোন স্থানে পরিবহন;

বিষয়টি আমদানী ও রপ্তানী বানিজ্য সংক্রান্ত সমস্ত পরিবহন সেবাকে বোঝানো হয়েছে। দেশ থেকে দেশের বাহিরে কোন পণ্য পাঠানো বা দেশের বাহির থেকে দেশের ভিতরে যে কোন ধরনের পরিবহন এ সেবার অন্তর্ভুক্ত হবে।

(১৩) “আন্তর্জাতিক সহায়তা ও ঋণ চুক্তি” অর্থ বাংলাদেশকে অর্থনৈতিক, কারিগরি বা প্রশাসনিক ক্ষেত্রে সহায়তা প্রদানের নিমিত্ত বাংলাদেশ সরকার এবং বিদেশী সরকার বা আন্তর্জাতিক সংস্থার সহিত আবদ্ধ কোন চুক্তি;

আমাদের উন্নয়ন সহযোগী কোন দেশ বা আন্তর্জাতিক কোন উন্নয়ন সংস্থার সাথে সম্পাদিত কোন চুক্তি। যেমন রাশিয়ার সাথে রুপপুর পারমানবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণের জন্য বাংলাদেশ সরকারের সাথে সম্পাদিত চুক্তি এর অন্তর্ভুক্ত হবে।

(১৬) “আমদানি” অর্থ বাংলাদেশের বাহির হইতে বাংলাদেশের ভৌগোলিক সীমার অভ্যন্তরে কোন পণ্য আনয়ন;

এলসি/সরাসরি টিটি/চুক্তির মাধ্যমে দেশের বাহির থেকে দেশের মধ্যে আনা যে কোন ধরনের পণ্য এর আওতায় পরবে।

(১৭) “আমদানিকৃত সেবা” অর্থ নিবন্ধিত বা নিবন্ধনযোগ্য ব্যক্তির নিকট বাংলাদেশের বাহির হইতে সরবরাহকৃত সেবা;

এলসি/সরাসরি টিটি/চুক্তির মাধ্যমে দেশের বাহির থেকে দেশের মধ্যে আনা যে কোন ধরনের সেবা এর আওতায় পরবে।

(১৯) “উপকরণ কর” (input tax) অর্থ আমদানিকৃত পণ্য বা সেবার করযোগ্য সরবরাহের উপর কোন ব্যক্তি কর্তৃক প্রদেয় মূল্য সংযোজন করসহ যে কোন পণ্য, সেবা বা স্থাবর সম্পত্তির করযোগ্য সরবরাহের উপর আরোপিত মূল্য সংযোজন কর;

পণ্য বা সেবা আমদানীর বিপরীতে বিল অব এন্ট্রি/ দেশের ভিতর থেকে ক্রয়ের মূল্য-৬.৩ এর মাধ্যমে প্রদত্ত সমূহ যা আদর্শ ভ্যাট হারে পণ্য বিক্রয়ের সময় রেয়াত গ্রহণ করা যায়।

(২০) “উৎপাদ কর” (output tax) অর্থ কোন নিবন্ধিত ব্যক্তি কর্তৃক নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রে প্রদেয় মূল্য সংযোজন কর, যথা:—

(ক) উক্ত ব্যক্তি কর্তৃক করযোগ্য পণ্য, সেবা বা স্থাবর সম্পত্তি সরবরাহ; বা

(খ) উক্ত ব্যক্তি কর্তৃক করযোগ্য সেবা আমদানি;

আওটপুট ভ্যাট অর্থ প্রদেয় মূল্য অর্থাৎ যে কোন পণ্য বিক্রয় করার সময় মূল্য- ৬.৩ এ যে ভ্যাট প্রদান করতে হয়।

(২১) “উৎস কর কর্তনকারী সত্তা” অর্থ—

(ক) কোন সরকারি সত্তা;

- (খ) এনজিও বিষয়ক ব্যুরো বা সমাজ সেবা অধিদপ্তর কর্তৃক অনুমোদিত কোন বেসরকারি প্রতিষ্ঠান;
- (গ) কোন ব্যাংক, বীমা কোম্পানী বা অনুরূপ আর্থিক প্রতিষ্ঠান;
- (ঘ) কোন মাধ্যমিকোত্তর (post secondary) শিক্ষা প্রতিষ্ঠান;
- (ঙ) কোন পাবলিক লিমিটেড কোম্পানী; বা
- (চ) বৃহৎ করদাতা ইউনিট (মূল্য সংযোজন কর) এর আওতাভুক্ত প্রতিষ্ঠান;

উপরোক্ত প্রতিষ্ঠান সমূহ উৎসে ভ্যাট কর্তন করার জন্য দায়বদ্ধ। যেহেতু বর্তমান আইনে লিমিটেড কোম্পানী বা এক কোটি টাকা টার্নওভার এর কথা বলা হয় নাই তাই আমরা এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করব না।

- (২৩) “কমিশনার” অর্থ যখন এককভাবে শব্দটি ব্যবহৃত হয়, তখন এই আইনের ধারা ৭৮ এর অধীন নিয়োগকৃত কমিশনার;
- (২৪) “কর” অর্থ মূল্য, টার্নওভার কর ও সম্পূরক শুল্ক, এবং বকেয়া আদায়ের উদ্দেশ্যে সুদ, জরিমানা ও অর্থদণ্ড উহার অন্তর্ভুক্ত হইবে;
- (২৫) “কর চালানপত্র” (tax invoice) অর্থ ধারা ৫১ এর অধীন সরবরাহকারী কর্তৃক ইস্যুকৃত কোন দলিল;
- (২৬) “করদাতা” অর্থ এই আইনের অধীন কর পরিশোধকারী এবং উৎসে কর কর্তনকারী সত্তা;
- (২৭) “কর নিরূপণ” অর্থ পঞ্চম অধ্যায় এর অধীন করদাতা কর্তৃক কর নিরূপণ (assessment);
- (২৮) “কর নির্ধারণ” অর্থ একাদশ অধ্যায় এর অধীন কমিশনার কর্তৃক কর নির্ধারণ (determination);
- (৩০) “কর মেয়াদ” অর্থ—
- (ক) মূল্য সংযোজন কর এবং সম্পূরক শুল্কের ক্ষেত্রে, ত্রিস্টীয় বর্ষপঞ্জিতে চিহ্নিত এক মাস; বা
- ভ্যাট আইন অনুসারে অর্থবছরের শুরু জুলাই মাসের এক তারিখ থেকে ৩১ তারিখ পর্যন্ত একমাস ধরা হয়। এ ভাবে জুলাই মাসের ভ্যাট রিটার্ন পরবর্তী মাসের অর্থাৎ আগষ্ট মাসের ১৫ তারিখের মধ্যে জমা দিতে হয়।
- ৩১) “করযোগ্য আমদানি” অর্থ অব্যাহতিপ্রাপ্ত আমদানি ব্যতীত যেকোন আমদানি;
- (৩২) “করযোগ্য সরবরাহ” অর্থ অব্যাহতিপ্রাপ্ত সরবরাহ ব্যতীত কোন সরবরাহ, যাহা—
- (ক) বাংলাদেশে;
- (খ) কোন নিবন্ধিত বা নিবন্ধনযোগ্য ব্যক্তি কর্তৃক; এবং
- (গ) কোন অর্থনৈতিক কার্যক্রম প্রক্রিয়ায় প্রদত্ত হয়।
- (৩৩) “করহার” অর্থ প্রাসঙ্গিকতা ভেদে—
- (ক) ধারা ১৫(৩) এ উল্লিখিত মূল্য হার;
- আমরা যেহেতু সবাইকে এক হার অর্থাৎ আদর্শ ভ্যাট হার ১৫% হারে আনতে চাই বা এক হারে ভ্যাট প্রদান করলে নিম্ন বর্ণিত সুবিধাদি পাওয়া যায় বা অধিক লাভজনক তাই আমরা ভ্যাট হার বলতে ১৫% হারকে বুঝাব।
- (৩৪) “কর সুবিধা” অর্থ নিম্নবর্ণিত কোন সুবিধা, যথা:—
- (ক) উৎপাদ কর হ্রাসকরণ অর্থাৎ নীট প্রদেয় ভ্যাট এর পরিমাণ কম হবে।
- (খ) পণ্য আমদানির উপর মূল্য হ্রাসকরণ অর্থাৎ আমদানীর সময় যে ভ্যাট প্রদান করা হবে সেটা রেয়াত গ্রহণের ফলে প্রদেয় ভ্যাট এর সাথে সমন্বয় করা যাবে।

- (গ) জের টানা অতিরিক্ত অর্থের বৃদ্ধি বা করদাতার করদায়ের পরিমাণ হ্রাসকরণ যদি কোন মাসে প্রদেয় ভ্যাট থেকে রেয়াত গ্রহন বেশী হয় তবে সেটা পরবর্তী মাসে স্থানান্তর করা যাবে।
- (ঘ) হ্রাসকারী সমন্বয়ের প্রাপ্যতা বৃদ্ধিকরণ যদি কোন বিক্রয় করার পর কোন পণ্য ফেরত আসে তাহলে উক্ত পণ্যের উপর প্রদত্ত ভ্যাট ফেরত নেওয়া যাবে।
- (ঙ) বৃদ্ধিকারী সমন্বয় হ্রাসকরণ; যদি কোন মাসক-৬.৩ এ প্রদেয় ভ্যাট এর তুলনায় অধিক ভ্যাট প্রদান করা হয়ে থাকে তবে সেটা ফেরত নেওয়ার মাধ্যমে সমন্বয় করা যাবে।
- (চ) কর ফেরত প্রদান; ছয় মাসের অধিক যদি কোন রেয়াত সমন্বয় করা না যায় তবে সেটা ফেরত পেতে কমিশনার বরাবর আবেদন করা যাবে।
- (ছ) উৎপাদ কর স্থগিতকরণ বা উপকরণ কর রেয়াতের দাবি উত্থাপন ত্বরান্বিতকরণ; যদি কোন মাসে অধিক পরিমাণ রেয়াত গ্রহন করা হয়ে যায় তবে সে মাসে নগদ বারতি ভ্যাট প্রদান করার কোন প্রয়োজন হবে না।
- (জ) উৎপাদ কর বা বৃদ্ধিকারী সমন্বয় হিসাব বিলম্বিতকরণ বা উপকরণ কর রেয়াত বা হ্রাসকারী সমন্বয় দাবি উত্থাপন ত্বরান্বিতকরণ; রেয়াত গ্রহন করার ফলে সংযোজনের উপর প্রদত্ত ক্যাশ ভ্যাট প্রদানে বিলম্ব বা দেরী করানো যায় এর ফলে ব্যাংক লোনের সঠিক ব্যবহার এর ফলে ব্যাংক সুদ এর পরিমাণ কম হয়।
- (ঝ) মূলত ও কার্যত একটি করযোগ্য সরবরাহ বা করযোগ্য আমদানিকে অকরযোগ্য সরবরাহ বা আমদানিতে পরিণতকরণ; অর্থাৎ আমদানীর সময় পণ্য টি করযোগ্য হলেও সরবরাহের সময় রেয়াত এর মাধ্যমে পণ্য সরবরাহ করা যায়।
- (ঞ) মূলত ও কার্যত কোন আমদানি বা অর্জনের ক্ষেত্রে উপকরণ কর রেয়াত প্রাপ্তির অধিকার না থাকা সত্ত্বেও রেয়াত প্রাপ্তির অধিকার সৃষ্টিকরণ; বা
- (ট) করদাতার টার্নওভার কম প্রদর্শন; ভ্যাট ক্রয় মূল্যের সাথে যোগ না হওয়ার কারণে বা ভ্যাট সহ টাকা গ্রহন করলে ও সেটা ভ্যাট হিসাবে আলাদা ভাবে দেখানোর কারণে মোট বিক্রয় থেকে ভ্যাট বাদ দিয়ে দেখানোর ফলে ঐ পরিমাণ বিক্রয় কম দেখানো যায়।
- (৩৬) “কিস্তিতে মূল্য পরিশোধ চুক্তি” অর্থ ক্রয়-বিক্রয় সংক্রান্ত কোন চুক্তি যাহার অধীন—
- (ক) প্রথম কিস্তির অর্থ পরিশোধের পর অন্ততঃ একটি অতিরিক্তবার অর্থ পরিশোধের মাধ্যমে পণ্যের মূল্য প্রদান করা হয়;
- (খ) শেষ কিস্তির অর্থ পরিশোধের পর পণ্যের দখল অর্পণ করা হয়; এবং
- (গ) দখল অর্পণের মাধ্যমে পণ্যের মালিকানা হস্তান্তরিত হয়; কিস্তিতে পণ্য বিক্রয় করার সময় যদি শেষ কিস্তির টাকা পরিশোধ করারে পর পণ্যের সরবরাহ প্রদান করা হয় তবে প্রথম কিস্তির টাকা প্রাপ্তির সময় ভ্যাট প্রদান না করলে ও চলবে।

- (৩৭) “কেন্দ্রীয় ইউনিট” অর্থ অর্থনৈতিক কার্যক্রমের সকল হিসাব-নিকাশ ও রেকর্ডপত্র যেখানে কেন্দ্রীয়ভাবে পরিচালিত ও সংরক্ষিত হয়;
- (৩৮) “কোম্পানী” অর্থ কোন আইনের অধীন কোম্পানী হিসাবে নিগমিত কোন প্রতিষ্ঠান;
- (৩৯) “ক্রেডিট নোট” অর্থ হ্রাসকারী সমন্বয় গ্রহণের উদ্দেশ্যে করদাতা কর্তৃক ইস্যুকৃত কোন দলিল;
- (৪০) “চালান” অর্থ পণ্য পরিশোধের দায় সংক্রান্ত কোন দলিল; অর্থাৎ ক্রয় বা বিক্রয়ের সময় প্রাপ্ত বা প্রদত্ত মাসক-৬.৩
- (৪১) “জরিমানা” অর্থ ধারা ৮৫ এর অধীন কমিশনার কর্তৃক আরোপিত জরিমানা, কিন্তু অপরাধের বিচারের ক্ষেত্রে আদালত কর্তৃক প্রদত্ত অর্থদণ্ড উহার অন্তর্ভুক্ত হইবে না; শুধুমাত্র ভ্যাট আইনের জরিমানা। এই কেস এর ফলে আদালত যদি কোন জরিমানা আরোপ করেন তবে সেটা আলাদা প্রদান করতে হবে।
- (৪২) “টার্নওভার” অর্থ কোন ব্যক্তি কর্তৃক কোন নির্ধারিত সময়ে বা কর মেয়াদে তাহার অর্থনৈতিক কার্যক্রম দ্বারা প্রস্তুতকৃত, আমদানিকৃত বা ক্রয়কৃত করযোগ্য পণ্যের সরবরাহ বা করযোগ্য সেবা প্রদান হইতে প্রাপ্ত বা প্রাপ্য সমুদয় অর্থ; একটা নির্দিষ্ট সময়ে সর্বমোট বিক্রয়ের পরিমাণ।

(৪৪) “ডেবিট নোট” অর্থ বৃদ্ধিকারী সমন্বয় গ্রহণের উদ্দেশ্যে করদাতা কর্তৃক ইস্যুকৃত কোন দলিল;

(৪৮) “তালিকাভুক্তসীমা” অর্থ কোন ব্যক্তির অর্থনৈতিক কার্যক্রমের টার্নওভার প্রতি ১২ (বার) মাস সময়ে ২৪ (চব্বিশ) লক্ষ টাকার সীমা, কিন্তু নিম্নবর্ণিত মূল্য উহার অন্তর্ভুক্ত হইবে না, যথা:—

(ক) অব্যাহতিপ্রাপ্ত সরবরাহের মূল্য;

(খ) মূলধনী সম্পদের বিক্রয় মূল্য;

(গ) অর্থনৈতিক কার্যক্রমের প্রতিষ্ঠান বা উহার কোন অংশবিশেষের বিক্রয় মূল্য; বা

(ঘ) অর্থনৈতিক কার্যক্রম স্থায়ীভাবে বন্ধ করিবার ফলশ্রুতিতে কৃত সরবরাহের মূল্য;

(৪৯) “দলিল” অর্থে নিম্নবর্ণিত বস্তু অন্তর্ভুক্ত হইবে, যথা:—

(ক) কোন কাগজ বা অনুরূপ কোন বস্তু যাহার উপর অক্ষর, সংখ্যা, প্রতীক বা চিহ্নের মাধ্যমে কোন লেখনী প্রকাশ করা হয়; বা

(৫৮) “ন্যায্য বাজার মূল্য” অর্থ—

(ক) পরস্পর সহযোগী নয় এরূপ ক্রেতা এবং বিক্রেতার মধ্যে স্বাভাবিক সম্পর্কের ভিত্তিতে নির্ধারিত কোন সরবরাহের পণ্য;

(খ) যদি দফা (ক) এ উল্লিখিত ন্যায্য বাজার মূল্য পাওয়া না যায়, তাহা হইলে ইতোপূর্বে একই পরিস্থিতিতে সমজাতীয় কোন সরবরাহের পণ্য;

(গ) যদি উক্তরূপে ন্যায্য বাজার মূল্য নির্ধারণ করা না যায়, তাহা হইলে পরস্পর সহযোগী নয় এমন ক্রেতা এবং বিক্রেতার মধ্যে সাধারণ ব্যবসায় সম্পর্কের ভিত্তিতে নিরূপিত পণ্যের নৈর্ব্যক্তিক গড়ের ভিত্তিতে বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত মূল্য; **সম জাতীয় বা বিক্রয় করা পণ্যের প্রচলিত বাজার মূল্য।**

(৫৯) “পণ্য” অর্থ কোন সরবরাহের ফলশ্রুতিস্বরূপ বা সরবরাহের প্রণোদনায় প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে প্রদত্ত বা প্রদেয় অর্থ বা নগদ অর্থের পরিবর্তে প্রদত্ত বা প্রদেয় দ্রব্যের ন্যায্য বাজার মূল্য,—

এবং নিম্নবর্ণিত বিষয়ের অর্থও উহার অন্তর্ভুক্ত হইবে, যথা:—

(ক) এই আইন বা অন্য কোন আইনের অধীন আরোপিত কর, যাহা—

(অ) সরবরাহের উপর বা সরবরাহের কারণে সরবরাহকারী কর্তৃক প্রদেয় হয়; বা

(আ) গ্রহীতার নিকট হইতে প্রাপ্ত মূল্যের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত বা উহার সহিত সংযোজিত হয়;

(খ) সার্ভিস চার্জ হিসাবে উল্লিখিত কোন অর্থ; বা

(গ) হায়ার পারচেজ বা ফাইন্যান্স লিজ চুক্তির অধীন পণ্য সরবরাহের পণ্যের মধ্যে ফাইন্যান্স লিজ বা হায়ার পারচেজের অধীন ঋণ প্রদান সম্পর্কিত প্রদেয় যেকোন অর্থ অন্তর্ভুক্ত থাকিবে;

কিন্তু সরবরাহের সময় যে মূল্যছাড় দেওয়া হয় তাহা উহার অন্তর্ভুক্ত হইবে না;

(৬০) “পণ্য” অর্থ শেয়ার, স্টক, সিকিউরিটিজ এবং অর্থ ব্যতীত সকল প্রকার দৃশ্যমান অস্থাবর সম্পত্তি;

(৬১) “পণ্য সরবরাহ” অর্থ—

(ক) হায়ার পারচেজ চুক্তির মাধ্যমে বিক্রয়সহ মালিক হিসাবে পণ্যের বিক্রয়, বিনিময় বা অন্যবিধভাবে বিক্রয়ের অধিকার হস্তান্তর; বা

(খ) লিজ, ভাড়া বা অন্য কোনভাবে পণ্য ব্যবহারের অধিকার প্রদান এবং ফাইন্যান্স লিজের আওতায় পণ্য সরবরাহও উহার অন্তর্ভুক্ত হইবে।

(৬৪) “প্রদেয় নীট কর” অর্থ কোন কর মেয়াদে ধারা ৪৫ এর অধীন নিরূপিত সমুদয় উৎপাদ কর, বৃদ্ধিকারী সমন্বয় এবং উপকরণ কর রেয়াত এবং হ্রাসকারী সমন্বয় সাধন করিবার পর উক্ত কর মেয়াদে যে পরিমাণ মূসক, সম্পূরক শুল্ক বা টার্নওভার কর প্রদেয় হয়; এটা শুধুমাত্র আদর্শ মূসক হারে ই সম্ভব অর্থাৎ ১৫% হারে ভ্যাট প্রদান করলে রেয়াত গ্রহন করা যাবে। মাসের শেষে মোট প্রদেয় ভ্যাট থেকে রেয়াত বাদ দেওয়ার পর নীট প্রদেয় হবে।

৯৪) “সরবরাহ” অর্থ যেকোন সরবরাহ এবং নিম্নবর্ণিত বিষয়সমূহও উহার অন্তর্ভুক্ত হইবে, যথা:—

- (ক) পণ্য সরবরাহ;
- (খ) স্থাবর সম্পত্তি সরবরাহ;
- (গ) সেবা সরবরাহ; বা
- (ঘ) দফা (ক), (খ) এবং (গ)-তে বর্ণিত সরবরাহের সমাহার;

(৯৬) “সরবরাহের সময়” অর্থ—

- (ক) পণ্য সরবরাহের ক্ষেত্রে, যেসময়ে পণ্যের দখল অর্পণ বা অপসারণ করা হয়;
- (খ) সেবা সরবরাহের ক্ষেত্রে, যেসময়ে সেবা প্রদান, সৃষ্টি, হস্তান্তর বা স্বত্ব অর্পণ করা হয়; বা
- (গ) স্থাবর সম্পত্তি সরবরাহের ক্ষেত্রে, যেসময়ে সম্পত্তি অর্পণ, সৃষ্টি, হস্তান্তর বা স্বত্ব প্রদান করা হয় সেই সময়;

১০০. আদর্শ ভ্যাট হারে বিক্রয়ের বিপরীতে প্রদেয় ভ্যাট সমন্বয় করা যাবে। যথা:—

- (ক) আগাম পরিশোধিত ভ্যাট সমন্বয় যোগ্য হবে। আমদানী বা মূসক-৬.৩ দ্বারা ক্রয় কালীন অগ্রীম ভ্যাট।
- (খ) টেলিযোগাযোগ পণ্য বা সেবা সরবরাহকারীকে প্রদত্ত হ্রাসকারী সমন্বয়; টেলিফোন বিল, বিদ্যুৎ বিল, গ্যাস বিল সহ সরকারী অন্য সকল সেবার বিলের বিপরীতে প্রদত্ত ভ্যাট সমন্বয় করা যাবে।
- (গ) উৎস কর্তিত্ব করের হ্রাসকারী সমন্বয়; আদর্শ ভ্যাট হারে যে কোন প্রকার সরবরাহের বিপরীতে উৎস কর্তনের বিধান নাই
- (ঘ) বাৎসরিক পুনঃহিসাব প্রণয়নের ফলে প্রযোজ্য হ্রাসকারী সমন্বয়;
- (ঙ) নিবন্ধিত হওয়ার পর হ্রাসকারী সমন্বয়;
- (চ) পুনঃবিক্রয়ের নিমিত্ত ক্রয়কৃত সেকেন্ড-হ্যান্ড পণ্যের ক্ষেত্রে হ্রাসকারী সমন্বয়;

৪। কোন ধরনের ব্যবসায়ী/সরবরাহকারী মূসক নিবন্ধনযোগ্য যোগ্য।—

যে কোন ব্যবসায়ী কেন্দ্রীয় ভাবে নিবন্ধনের মূসক ফরম ২.১ বা শাখা ইউনিট নিবন্ধনের জন্য মূসক ফরম ২.২ এর মাধ্যমে উভয়ই, নিম্নবর্ণিত প্রত্যেক ব্যক্তি কোন মাসের প্রথম দিন হইতে মূসক নিবন্ধনযোগ্য হইবেন।

(১) যে ব্যবসায়ীর বিক্রয়ের পরিমাণ যে মাসে আইনে বর্ণিত টার্নওভার ট্যাক্স এর সীমা অতিক্রম করবে পূর্ববর্তী মাসে ভ্যাট নিবন্ধন গ্রহন করতে হবে।

নিম্ন বর্ণিত অর্থনৈতিক কার্যক্রম পরিচালনাকারী প্রত্যেক ব্যবসায়ীকে মূসক নিবন্ধিত নিতে হবে, যিনি—

(২) বাংলাদেশে সম্পূরক শুল্ক আরোপযোগ্য সেবা সরবরাহ/বিক্রয় করেন।

মূসক ফরম-২.১ যথাযথ ভাবে অনলাইনে পূরণ করে সাথে প্রয়োজনীয় দলিলাদির স্ক্যান কপি দাখিল করতে হবে। নমুনা নিম্নরূপ:-

This form will be used for the taxpayers required/willing to get registered/enlistment under the Value Added Tax and Supplementary Duty Act, 2012. Please read the instructions pages at the end of this form carefully and fill ALL applicable fields correctly. Please contact our help-desk at 16555 if you need any assistance.

A. REGISTRATION BASICS

A1. Registration

Category

New

☐

Re-registration

☐

Old 11 Digit
BIN

Name of
Company

B. BUSINESS INFORMATION

B1. Type of
ownership:

(a) Proprietorship:

☐

(b)
Partnership:

☐

(c) Private Limited

☐

(d) Public
Limited

☐

(e) International
Organization

☐

(f) Diplomatic
Mission

☐

(g) Government

☐

(h) NGO

☐

৫। ভ্যাট নিবন্ধনের পদ্ধতি।—

(১) প্রত্যেক নিবন্ধনযোগ্য ব্যবসায়ী আইনে নির্ধারিত সময়সীমা, শর্ত ও পদ্ধতিতে, ভ্যাট নিবন্ধনের জন্য কমিশনারের নিকট আবেদন করিবেন।

(২) কমিশনার, নির্ধারিত সময়সীমা, শর্ত ও পদ্ধতিতে, উক্ত ব্যক্তিকে নিবন্ধিত করিয়া ব্যবসা সনাক্তকরণ সংখ্যা সম্বলিত নিবন্ধন সনদপত্র প্রদান করিবেন।

(৩) কোন আবেদন বিধিসম্মত না হইলে কারণ উল্লেখপূর্বক কমিশনার আবেদনকারীকে লিখিতভাবে জানাইয়া দিবেন।

অনলাইনে যথাযথ ভাবে দাখিল করার পর ভ্যাট অফিস দরকার মনে করলে দাখিলকৃত দলিলাদি যাচাই বাছাই করতে পারবেন এবং সে অনুসারে আরো দলিলাদি প্রয়োজন মনে করলে সেটা অন লাইনে চাহিদা দিবেন। সেটা পূরণ হওয়ার পর অনলাইনে মুসক নিবন্ধন সনদ পেরন করবেন।

৬। কেন্দ্রীয় বা শাখা ইউনিটের ভ্যাট নিবন্ধন ও কার্যক্রম।—

- (১) কেন্দ্রীয় ও সকল শাখা ইউনিটের জন্য প্রত্যেক নিবন্ধনযোগ্য প্রতিষ্ঠানের ব্যবসায়িক কাজ পরিচালনার জন্য শুধুমাত্র একটি ভ্যাট নিবন্ধন থাকিবে। সকল শাখা ইউনিটের হিসাব-নিকাশ ও খাতা পত্র কেন্দ্রীয় ইউনিট এ সংরক্ষণ করা হবে। তবে পৃথক বা আলাদা ভাবে শাখা ইউনিটে পরিচালনা বা খাতা পত্র সংরক্ষণ করা হইলে উক্ত শাখা ইউনিটের জন্য পৃথক নিবন্ধন গ্রহণ করিতে পারিবে।
- (২) একই অর্থনৈতিক কার্যক্রমের এক শাখা ইউনিট হইতে কেন্দ্রীয় ভাবে নিবন্ধিত অপর শাখা ইউনিটে পণ্য বা সেবার আদান-প্রদান বা চলাচল সরবরাহ বলিয়া গণ্য হইবে ফলশ্রুতিতে উৎপাদ কর দায় বা উপকরণ কর রেয়াত উদ্ধৃত হইবে।
- (৩) কেন্দ্রীয় নিবন্ধনের ক্ষেত্রে ফরম “মূসক-২.১” এ সংশ্লিষ্ট কমিশনারের নিকট মূসক নিবন্ধনের জন্য আবেদন করিবেন;
- (খ) শাখা নিবন্ধনের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় ইউনিটের নিবন্ধনের পর ফরম “মূসক-২.২” এ সংশ্লিষ্ট কমিশনারের নিকট মূসক নিবন্ধনের জন্য আবেদন করিবেন।

“গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড

মূসক-৬.৫

কেন্দ্রীয় নিবন্ধিত প্রতিষ্ঠানের পণ্য স্থানান্তর চালানপত্র

[বিধি ৪০ এর উপ-বিধি (১) এর দফা (ঙ) দ্রষ্টব্য]

নিবন্ধিত ব্যক্তির নাম :

নিবন্ধিত ব্যক্তির বিআইএন :

প্রেরণকারী ইউনিট/শাখা/পণ্যাগারের নাম ও ঠিকানা :

গ্রহীতা ইউনিট/শাখা/পণ্যাগারের নাম ও ঠিকানা :

চালান নম্বর :

ইস্যুর তারিখ :

ইস্যুর সময় :

ক্রমিক নং	পণ্যের (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট ব্রান্ড নামসহ) বিবরণ	পরিমাণ	কর ব্যতীত মূল্য	প্রযোজ্য করের পরিমাণ	মন্তব্য
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)

প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষের দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির নাম:

পদবী:

স্বাক্ষর:

ব্যবসায়ী যদি দেশের বিভিন্ন স্থানে সোরুম বা বিক্রয়কেন্দ্র খুলে ব্যবসায় পরিচালনা করতে চান তবে তার কেন্দ্রীয় নিবন্ধন গ্রহণ ও আদর্শ ভ্যাট হার অধিক লাভজনক। উপরোক্ত মূসক ফরম-৬.৫ এর দ্বারা এক শোরুম থেকে অন্য শোরুমে কোন প্রকার ভ্যাট প্রদান ছাড়া পণ্য ট্রান্সফার করতে পারবেন। অধিক শোরুমের ব্যবসায়ীর সহজ ভাবে ব্যবসায় পরিচালনার জন্য নতুন আইনের সবচেয়ে একটা দিক।

৬(১১)। ব্যবসায় সনাক্তকরণ সংখ্যা/বিআইএন এর ব্যবহার/ কি কি কাজে লাগে।

ব্যবসায় সনাক্তকরণ সংখ্যা নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হইবে,

- (১) সকল প্রকার আমদানি-রপ্তানি করতে চাইলে।
- (২) প্রতিষ্ঠানের নামে ভূমি বা ভবন রেজিষ্ট্রেশন করতে চাইলে।
- (৩) আমদানি নিবন্ধন ও রপ্তানি নিবন্ধন সনদ পেতে।
- (৪) আমদানীকৃত পণ্য সরবরাহ প্রদান করতে (উৎসে কর্তন করতে পারে এমন প্রতিষ্ঠান)

(৬) প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে ব্যাংক লোকে অনুমোদন নিতে।


৭(১২)। ভ্যাট নিবন্ধনের যে তথ্য প্রদান করা হয়েছে তার কোন পরিবর্তন হলে ভ্যাট অফিসকে জানানো।

(ক) প্রতিষ্ঠানের নিবন্ধন নেওয়ার সময় সরবরাহকৃত তথ্যের পরিবর্তন করলে ;

(গ) ব্যাংক হিসাব পরিবর্তন, নতুন ব্যাংক হিসাব খুললে বা পূর্বের ব্যাংক হিসাব বন্ধ করলে।

উপরে উল্লিখিত পরিবর্তনের তথ্য নিবন্ধিত ব্যক্তি ফরম “মূসক- ২.৬” এ তথ্য পরিবর্তিত হইবার ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে কমিশনারকে অবহিত করিবেন। পরিবর্তিত তথ্যের কারণে ফরম “মূসক-২.৩” এ কোনো পরিবর্তন হইলে কমিশনার নিবন্ধিত ব্যক্তির অনুকূলে নতন তথ্য সংবলিত একটি মূল্য সংযোজন কর নিবন্ধন সনদপত্র জারি করিবেন।

(১) কোনো নিবন্ধিত ব্যক্তির ব্যবসায়ের স্থান পরিবর্তন অর্থাৎ এক স্থান থেকে অন্য স্থানে নেওয়ার প্রয়োজন হইলে তাহাকে উক্ত পরিবর্তনের কমপক্ষে ১৫ (পনের) দিন আগে ফরম “মুসক-২.৭” এ যেই কমিশনারের অফিস থেকে নিবন্ধন নিয়েছেন তাহার সেই কমিশনারের অফিসে সেই কমিশনার বরাবর আবেদন করিতে হইবে। আবেদন পাওয়ার পর কসিশনার যাচাই করবেন। আবেদনে লিখিত তথ্যাদি সঠিক পাওয়া গেলে কমিশনার, কমিশনারেটের কর্মএলাকায় একস্থান হইতে অন্য স্থান পরিবর্তনের ক্ষেত্রে উহা পরিবর্তনের অনুমতি প্রদান করে ব্যবসায়ীকে অবহিত করিবেন।



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জাতীয় রায়বোর্ড

মুক-১, ৭

বাকসারের স্থান পরিবর্তনের আবেদন
 [বিধি ১০ এর উপ-বিধি (১) দ্রষ্টব্য]

বাকসার সনাক্তকরণ সংখ্যা	:	
আবেদনকারীর নাম	:	
স্থান পরিবর্তনের তারিখ	:	
আবেদন লম্বিরণের তারিখ	:	

পরিবর্তিত ত্রিকোণ

ত্রিকোণ	সেখানেও একটি পুরান অঞ্চল		
	শহরের ত্রিকোণ	গ্রামের ত্রিকোণ	
যেখিনি না		পাত্র/মক্কা	
গেজ না বা নাম		গ্রাম	
রক্ত/এলাকা		খানা	

কোলা	
উপ-কোলা	
পেপারটল কোড	
মৌজার নাম	
ফোন	
মোবাইল ফোন	
ভাষাবোধীটি	

১) আশপাশের কোডের বাকসারের তার

২) স্থান পরিবর্তন

মুদ্রা

নাম

১৩। ভ্যাট সনদপত্র প্রদর্শনে নিবন্ধিত বা তালিকাভুক্ত ব্যক্তির দায়িত্ব।

প্রত্যেক নিবন্ধিত বা তালিকাভুক্ত ব্যক্তি অর্থনৈতিক কার্যক্রমের নির্দিষ্ট স্থানে মূসক নিবন্ধন সনদপত্র বা উহার সত্যায়িত অনুলিপি এমনভাবে প্রদর্শন করিয়া রাখিবেন যাহাতে উহা সহজে দৃষ্টিগোচর হয়।

১৪। যে কোন পরিবর্তিত তথ্য ভ্যাট অফিসে জানানো ব্যবসায়ীর দায়িত্ব।

প্রত্যেক নিবন্ধিত ব্যবসায়ীর ব্যবসায়ের কার্যক্রম সংশ্লিষ্ট নিম্নবর্ণিত তথ্যের পরিবর্তনের ক্ষেত্রে, নির্ধারিত সময় ও পদ্ধতিতে, কমিশনারকে অবহিত করিবেন, যথাঃ-

- (১) ব্যবসায়ের নাম বা অন্য কোন বাণিজ্যিক নামসহ উক্ত ব্যক্তির নাম বা ব্যবসার ধরন পরিবর্তন।
- (২) উক্ত ব্যক্তির ঠিকানা বা অন্য কোন যোগাযোগের তথ্যাদি পরিবর্তন।
- (৩) অর্থনৈতিক কার্যক্রম পরিচালনার স্থান পরিবর্তন।
- (৪) উক্ত ব্যক্তির ব্যাংক হিসাবের কোন তথ্যের পরিবর্তন।
- (৫) উক্ত ব্যক্তি কর্তৃক পরিচালিত এক বা একাধিক ব্যবসায়ীক কার্যক্রমের ধরণ পরিবর্তন।
- (৬) নির্ধারিত অন্য কোন পরিবর্তন।

একজন ব্যবসায়ীর তার নিজের প্রয়োজনে উপরোক্ত যে কোন তথ্য পরিবর্তন করলে ভ্যাট অফিসকে জানাতে হবে। যদি না জানানো হয় তবে পূর্বের যে কোন বিষয় নিয়ে ভ্যাট অফিস ঝামেলা তৈরী করতে পারে।

১৫। কে কোন অবস্থায় ভ্যাট প্রদান করবেন/ আদর্শ ভ্যাট হারে ব্যবসায়ীর কেন আসা দরকার।

(১) এই আইনের অন্যান্য বিধানাবলী সাপেক্ষে, করযোগ্য আমদানি এবং করযোগ্য সরবরাহের উপর মূসক আরোপিত ও প্রদেয় হইবে।

(২) করযোগ্য আমদানি বা করযোগ্য সরবরাহ মূল্যের সহিত উপ-ধারা (৩) এ উল্লিখিত মূসক হার গুণ করিয়া প্রদেয় মূল্য সংযোজন করের পরিমাণ নিরূপণ ও নির্ধারণ করিতে হইবে।

(৩) এই আইনে ভিন্নতর কিছু না থাকিলে, করযোগ্য সরবরাহ বা করযোগ্য আমদানির ক্ষেত্রে মূসক হার হইবে ১৫ (পনের) শতাংশ।

আমরা এখানে প্রমাণ করেছি যে ব্যবসায় পর্যায়ে ১৫% হারে ভ্যাট প্রদান যে লাভজনক সেটার প্রমাণ উপস্থাপন করা হইল।

আমদানী মূল্য নিরূপণ								
		CD	RD	SD	Total	VAT	AT	AIT
		২৫	৩	২০		১৫	৫	৫
ইনভয়েস মূল্য	৯০৯,০৬২	২২৭,২৬৫	২৭,২৭২	২৩২,৭২০	১,৩৯৬,৩১৯	২০৯,৪৪৮	৬৯,৮১৬	৪৫,৪৫৩
শুক্রায়ন মূল্য	১,২০৫,৪৪০	৩০১,৩৬০	৩৬,১৬৩	৩০৮,৫২৩	১,৮৫১,৫৫৬	২৭৭,৭৩৩	৯২,৫৭৮	৬০,২৭২
		মোট মূল্য		প্রতি কেজি মূল্য		রেয়াত এর পরিমাণ		
		২০১২ অনুসারে	আদর্শ হারে	২০১২ অনুসারে	আদর্শ হারে	২০১২ অনুসারে	আদর্শ হারে	
ইনভয়েস মূল্য		১,৬০৫,৭৬৭	১,৩৯৬,৩১৯	১৭৩	১৫১	৭.৫৩	৩০.১০	
শুক্রায়ন মূল্য		১,৮৩২,৯১১	১,৫৫৫,১৭৮	১৯৮	১৬৮	৯.৯৮	৩৯.৯২	

উপরোক্ত চার্টে ৭২৭৬ টি পণ্য আমদানী করা হয় এক ডলার হিসাবে যাহার মূল্য ছিল ৯,০৯,০৬২ টাকা। পণ্যটি শুক্রায়নের সময় কাষ্টমস কতৃপক্ষ এর মনে হয় আন্ডার ইনভয়েস করা হয়েছে সে কারণে .৫০ ডলার লোড দিয়ে দেড় ডলারে শুক্রায়নযোগ্য মূল্য বানায় ১২,০৫,৪৪০ টাকা। আদর্শ ভ্যাট হারে ইনভয়েস মূল্য প্রতি একক পণ্য মূল্য ১৫১ টাকা অগ্রীম ভ্যাট ৩০.১০ যাহা লোড মূল্য ১৬৮ টাকা ও অগ্রীম ভ্যাট ৩৯.৯২ টাকা। আদর্শ ভ্যাট হারে না এসে ব্যবসায় পর্যায়ে ৫% হারে ভ্যাট প্রদান করলে মূল্য দাড়ায় ১৭৩ টাকা ও ১৯৮ টাকা এবং এটি বাবদ রেয়াত যথাক্রমে ৭.৫৩ টাকা ও ৯.৯৮ টাকা। কারণ ৫% হারে আমদানীর প্রদত্ত ভ্যাট রেয়াত নেওয়ার কোন সুযোগ থাকে না তাই সেটা পণ্য মূল্যের সাথে যোগ হয়ে যায়।

আমদানীকারক/পাইকারী ব্যবসায়ীর ব্যবসায় পর্যায়ে ভ্যাট ব্যবস্থাপনা

বিবরণ

মূসক আইন-২০১২

আদর্শ মূসক হার

আমদানী মূল্য	১৯৭.৬০	১৬৭.৬৬
ভ্যাট সহ বিক্রয় মূল্য	৩০৬.০০	৩০৬.০০
মোট প্রদেয় ভ্যাট এর পরিমাণ	১৪.৫৭	৩৯.৯১
সমন্বয়যোগ্য রেয়াত	১০.০১	৩৯.৯১
রেয়াত সমন্বয় করার পর নেট প্রদেয় ভ্যাট	৪.৫৬	-
মোট প্রদত্ত ভ্যাট (আমদানী থেকে পাইকারী পর্যন্ত)	৪৪.৫১	৩৯.৯১
প্রদত্ত ভ্যাট এর শতকরা হার	১৬.৭৩	১৫.০০

ব্যবসায় পর্যায়ে ভ্যাট ব্যবস্থাপনায় পণ্য মূল্যের প্রভাব

বিবরণ	মূসক আইন-২০১২	আদর্শ মূসক হার
মোট ক্রয় মূল্য	৩০৬.০০	২৬৬.০৯
ভ্যাট সহ বিক্রয় মূল্য	৩৮০.০০	৩৮০.০০
মোট প্রদেয় ভ্যাট এর পরিমাণ	১৮.১০	৪৯.৫৭
সমন্বয়যোগ্য রেয়াত	-	৩৯.৯১
রেয়াত সমন্বয় করার নেট প্রদেয় ভ্যাট	১৮.১০	৯.৬৬
মোট প্রদত্ত ভ্যাট (আমদানী থেকে ভোক্তা পর্যন্ত)	৬২.৬১	৪৯.৫৭
প্রদত্ত ভ্যাট এর শতকরা হার	১৮.৯৫	১৫.০০
ব্যবসায় পর্যায়ে মোট প্রদত্ত ভ্যাট	২২.৬৯	৯.৬৬
ভোক্তার মূল্য বৃদ্ধি/(হ্রাস)	১৩.০৪	(১৩.০৪)
ভোক্তা পর্যায়ে মূল্য বৃদ্ধির হার	৩.৯৫	(৩.৯৫)

বানিজ্যিক আমদানীকারকগণ আমদানী পর্যায়ে ভ্যাট প্রদান করে থাকেন কিন্তু আদর্শ মূসক হারের আওতায় না থাকার কারণে পাইকারী ব্যবসায়ীর নিকট বিক্রয় করতে ৪.৫৬ টাকা অতিরিক্ত ভ্যাট প্রদান করেন। পাইকারী ব্যবসায়ীগণ মূসক সহ উৎপাদক বা আমদানী কারক থেকে পণ্য ক্রয় করে ভোক্তা পর্যন্ত এক মূল্যে বিক্রয় করার পর মূসক আইন-২০১২ এর আওতায় ব্যবসা পর্যায়ে সমস্ত বিক্রয়ের উপর ৫% হারে মূসক প্রদান করায় ১৩.০৪ টাকা বেশী ক্যাশ ভ্যাট প্রদান করতে হয়। আমদানীকৃত পণ্য আমদানী বন্দরে মূসক ও এটি সহ ৩৯.৯৫ প্রদান করার পর মূসক আইন ২০১২ অনুসারে সকল ব্যবসা পর্যায় এ ক্যাশ ভ্যাট এর দায় হবে ২২.৬৯ টাকা যাহা আদর্শ ভ্যাট ব্যবস্থায় যার পরিমাণ ৯.৬৬ টাকা।

১৬। মূল্য সংযোজন কর পরিশোধে দায়ী ব্যক্তি বা কোন স্তরে ভ্যাট প্রদানের দায় ও আদর্শ ভ্যাট হারে ভ্যাট হিসাবভুক্ত করণ।

নিম্নবর্ণিত ব্যক্তিকে মূসক প্রদান করিতে হইবে, যথা:—

- (ক) মূল্য সংযোজন কর আরোপযোগ্য আমদানির ক্ষেত্রে: আমদানীকারক;
- (খ) বাংলাদেশে করযোগ্য সরবরাহ প্রদানের ক্ষেত্রে: সরবরাহকারী/ব্যবসায়ী
- (গ) আমদানীকৃত সেবার করযোগ্য সরবরাহের ক্ষেত্রে: সরবরাহ গ্রহীতা বা যিনি সেবা গ্রহন করেন।
- (ঘ) নিবন্ধিত ব্যক্তির পক্ষে নির্ধারিত পদ্ধতিতে নিলামকারী কর্তৃক পণ্য বিক্রয়ের ক্ষেত্রে: নিলামকারী/যার পণ্য নিলাম করা হয়।



THE REAL CONSULTATION

আজকের বিষয় "ভ্যাট প্রদানের দায় এবং ব্যবসায় পর্যায়ে আদর্শ ভ্যাট হার ও দক্ষ জনশক্তি তৈরীর দ্বারা পণ্য মূল্য কম ও ভ্যাটের সকল স্তরের ফাকি রোধ সম্ভব"

কোন স্তরে কে কত মূল্যের উপর ভ্যাট প্রদান করবেন এবং সেই প্রদত্ত ভ্যাটের সঠিক ব্যবস্থাপনার দ্বারা কিভাবে পরবর্তী স্তরের ব্যবসায়ীকে সুবিধা প্রদান করে দ্রব্য মূল্য কম রেখে ভোক্তাধিকার সংরক্ষণ করা এবং ব্যবসায় পর্যায়ে দক্ষ জনশক্তি তৈরীর মাধ্যমে আদর্শ ভ্যাট হারে এনে তাদের ক্রয় মূল্যের উপর ভ্যাট সচেতনতার দ্বারা পূর্ববর্তী স্তরের ফাকি রোধ ও সঠিক ভ্যাট ব্যবস্থাপনায় দ্রব্যমূল্য কম রাখা সম্ভব।

1

উপরোক্ত চার্ট এ আমরা দেখাতে চেয়েছি কোন স্তরে ভ্যাট প্রদানের দায় কার।



THE REAL CONSULTATION

আমদানি পর্যায়ে ভ্যাট আমদানীকারকে প্রদান করতে হয়। যিনি যে কারণে আমদানী করুক না কেন ভ্যাট প্রদানের দায় এড়াতে পারেন না।

- **উৎপাদক কাচামাল আমদানী :-** উৎপাদনে ব্যবহৃত কাচামাল আমদানীর সময় সমস্ত ডিউটির সাথে ভ্যাট প্রদানের দায় তার। ডিউটি পণ্য মূল্যের সাথে যোগ হলেও ভ্যাট অগ্রীম যা উৎপাদন পরবর্তী পণ্য বিক্রয়ের ভ্যাটের সাথে সমন্বয়যোগ্য।
- **বানিজ্যিক আমদানী কারক :-** সরাসরি বিক্রয়ের জন্য আমদানী করা পণ্যের ভ্যাট বানিজ্যিক আমদানীকারক প্রদান করেন। সঠিক ভ্যাট ব্যবস্থায় প্রদত্ত ভ্যাট ব্যবসায় পর্যায়ে অর্থাৎ পণ্য বিক্রয়ের ভ্যাটের সাথে সমন্বয়যোগ্য।

2

যে কারণে পণ্য আমদানী করা হোক না কেন আমদানী পর্যায়ে ভ্যাট প্রদানের দায় অবশ্যই আমদানী কারকের সেটা উপরোক্ত চার্ট বলা হয়েছে।



THE REAL CONSULTATION

আমদানী পর্যায়ে ভ্যাট প্রদানের দায়

বিবরণ	উৎপাদনকারী কাচামাল বানিজ্যিক আমদানীকারক পণ্য আমদানী	
	প্রতি একক মূল্য	প্রতি একক মূল্য
প্রতি একক আমদানী মূল্য (ডিউটি সহ)	২৭০.০০	২৭০.০০
আমদানী মূল্যের উপর ১৫% হারে ভ্যাট (আদর্শ ভ্যাট হারে সমন্বয়যোগ্য)	৪০.৫০	৪০.৫০
আমদানী মূল্যের উপর ৫% হারে এটি (সকল অবস্থায় সমন্বয় ও ফেরতযোগ্য)	১৩.৫০	১৩.৫০
ভ্যাট প্রদানের দায় আমদানীকারকের এবং সেটা অগ্রীম হলেও এই টাকা তাকেই পরিশোধ করতে হবে। পরবর্তীতে কোন দায় ও এড়াতে পারবেন না।	৫৪.০০	৫৪.০০
উক্ত লেনদেন নিম্নরূপ ভাবে হিসাবভুক্ত করা হবে।		
কাচামাল ক্রয়/ পণ্য ক্রয়	২৭০.০০	
অগ্রীম ভ্যাট/ এটি	৫৪.০০	
নগদ/ ব্যাংক প্রদান		৩২৪.০০

উপরোক্ত চার্ট এ ডিউটি সহ আমদানী মূল্য ২৭০ টাকা এবং এর উপর ১৫% হারে ভ্যাট ৪০.৫০ টাকা ও ৫% হারে এটি ১৩.৫০ টাকা মোট ভ্যাট বাবদ ৫৪ টাকা আমদানী কারক প্রদান করতে বাধ্য বা তার নিকট থেকে আইন অনুসারে আদায়যোগ্য।



THE REAL CONSULTATION

উৎপাদন পর্যায়ে ভ্যাট উৎপাদনকারীকে প্রদান করতে হয়। পণ্য উৎপাদন ও সরবরাহ মূল্যের ভ্যাট তাকে ই প্রদান করতে হয়।

- **উৎপাদক :-** কাচামাল আমদানী করার পর সেগুলোর আকার আকৃতি পরিবর্তন করে সেই পণ্য ব্যবসায় পর্যায়ে পাইকারী ব্যবসায়ীর নিকট নির্দিষ্ট মূল্যে সরবরাহ প্রদান করেন। সেই মূল্যের উপর ভ্যাট প্রদানের দায় উৎপাদকের। কাচামালের মূল্য রেয়াত নেওয়ার ফলে সুধু সংযোজনের উপর ভ্যাট নগদে প্রদান করতে হবে।
- **উৎপাদন ও সরবরাহ :-** আদর্শ মূসক হারে উৎপাদক কাচামাল আমদানীর সময় যে ভ্যাট প্রদান করেন সেটা পণ্য সরবরাহ পর্যায়ে প্রদত্ত ভ্যাটের সাথে সমন্বয় করতে পারেন। পণ্যের উৎপাদন ও সরবরাহ খরচের উপর নতুন করে ভ্যাট প্রদান করতে হবে। অর্থাৎ ব্যবসায়ীর ক্রয় মূল্যের উপর সমস্ত ভ্যাট প্রদানের দায় উৎপাদকারীর।



THE REAL CONSULTATION

উৎপাদন ও সরবরাহ পর্যায়ে ভ্যাট প্রদানের দায় উৎপাদকের

উপকরণ মূল্যের সাথে মূল্য সংযোজন			উক্ত লেনদেন নিম্নরূপ ভাবে হিসাবভুক্ত করা হবে।		
বিবরণ	উৎপাদন পর্যায়ে প্রতি একক মূল্য	সরবরাহ মূল্য ও ভ্যাট প্রতি একক মূল্য		ডেবিট	ক্রেডিট
প্রতি একক কাচামালের মূল্য		২৭০.০০	নগদ/ব্যাংক জমা	৪১৯.৭৫	
ফ্যাক্টরী ওভারহেড	২০.০০		বিক্রয়	-	৩৬৫.০০
প্রশাসনিক ব্যয়	১৫.০০		প্রদেয় ভ্যাট		৫৪.৭৫
বিক্রয় ও বিপণন খরচ	২৫.০০		বিক্রয়ের বিপরিতে প্রদেয় ভ্যাট সমন্বয়		
ফিন্যান্সিয়াল কস্ট/ব্যাংক সুদ	৫.০০			ডেবিট	ক্রেডিট
লাভ	৩০.০০	৯৫.০০	প্রদত্ত ভ্যাট/প্রদেয় ভ্যাট	৫৪.৭৫	
সমস্ত খরচ সহ বিক্রয় মূল্য		৩৬৫.০০	অগ্রীম প্রদত্ত ভ্যাট		৫৪.০০
প্রদেয় ভ্যাট		৫৪.৭৫	নগদ/ব্যাংক প্রদান		০.৭৫
ভ্যাট সহ বিক্রয় মূল্য		৪১৯.৭৫			

৫

উৎপাদক কাচামাল ও বানিজ্যিক ভাবে পণ্য আমদানী করার পর উৎপাদক উৎপাদন পর্যায়ে বিক্রির জন্য মূল্য সংযোজন করে লাভ সহ বিক্রয় মূল্য নির্ধারণ করে থাকে এবং সেই মূল্যের মধ্যে ভ্যাট আদায় হয়েছে বলে ধরে নেওয়া হবে। ধরে নেওয়া যাক বিক্রয় মূল্য ৪১৯.৭৫ টাকা যাহার মধ্যে ভ্যাট ৫৪.৭৫ টাকা প্রদানের দায় উৎপাদক এর। যাহার মধ্যে আদর্শ ভ্যাট হারে আমদানীর সময় ৫৪ টাকা প্রদত্ত ভ্যাট অগ্রীম হিসাবে থাকায় বর্তমানে নগদে .৭৫ টাকা প্রদানের দায় উৎপাদকের বা আইন অনুসারে উৎপাদক এর নিকট থেকে আদায়যোগ্য। উপরোক্ত চার্ট এ সেটা দেখানো হয়েছে।

ব্যবসায় পর্যায়ে ভ্যাট প্রদানের দায় ব্যবসায়ীর

(ব্যবসায়ী উৎপাদক ও বানিজ্যিক আমদানীকারক এর নিকট থেকে পণ্য ক্রয় করে ভোক্তার কাছে বিক্রি করেন)

উৎপাদনকারীর পণ্য বিক্রয়

- উৎপাদনকারীর পণ্য একটি নির্দিষ্ট মূল্যে ক্রয় করে সামান্য মূল্য সংযোজন করে ভোক্তার নিকট বিক্রয় করে থাকে। সঠিক ভ্যাট দায় না বোঝার কারণে উৎপাদক ভ্যাট চালান ছাড়া পণ্য সরবরাহের সুবিধা নিয়ে থাকে।
- আদর্শ ভ্যাট হারের ব্যবস্থায় ও দক্ষ জনশক্তি তৈরী করে ক্রয় মূল্যের প্রদেয় ভ্যাট তার ব্যবসার খরচ কমাতে এবং তার ব্যবসায়ের ঝুঁকি হ্রাস করে কম মূল্যে পণ্য বিক্রির সহায়ক হবে। এটা করা গেলে উৎপাদকের ভ্যাট ফাকি রোধ করা যাবে।

ব্যববানিজ্যিক আমদানীকারকের পণ্য বিক্রয়

- বানিজ্যিক আমদানীকারক পণ্য আমদানী করে সরাসরি বা ব্যবসায়ীর মাধ্যমে ভোক্তার নিকট বিক্রয় করে থাকে। আমদানীর পর এই উভয় স্তরের সাথে ব্যবসায় পর্যায়ে ভ্যাট ব্যবস্থাপনা সম্পর্কযুক্ত যা আমরা আগের সেমিনারে দেখিয়েছি।
- এই দুই স্তরের ভ্যাট সচেতনতা আমাদের কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মনে করছি বলে তাদের দক্ষ জনশক্তি তৈরী করতে পারলে তাদের ব্যবহার করে ভ্যাট ফাকি বা আইনে যে বিশাল ভ্যাটের দায়ের বোঝা থেকে রক্ষা করা যাবে।

৬



THE REAL CONSULTATION

ব্যবসায় পর্যায়ে কত টাকার উপর ভ্যাট প্রদান করতে হবে ও এর দায় ব্যবসায়ীর

বিবরণ	উৎপাদকের নিকট থেকে ক্রয় সঠিক ভ্যাট চালান প্রদত্ত ভ্যাট	
	প্রতি একক মূল্য	প্রতি একক মূল্যের
প্রতি একক পণ্য ক্রয় (উৎপাদকের নিকট থেকে)	৩৬৫.০০	৫৪.৭৫
দোকান ভাড়া ও কর্মচারীর বেতন	১০.০০	
ব্যাংক সুদ সহ অন্যান্য খরচ	১০.০০	
লাভ	১৫.০০	
ভ্যাট ছাড়া বিক্রয় মূল্য	৪০০.০০	
ভ্যাট	৬০.০০	৬০.০০
ভ্যাট সহ বিক্রয় মূল্য/বিক্রয়ের বিপরীতে টাকার পরিমাণ/ ভোক্তার ক্রয় মূল্য	৪৬০.০০	
প্রদেয় ভ্যাট/ ব্যবসায় পর্যায়ে ব্যবসায়ীর ভ্যাট দায়		(৫.২৫)
ক্রয় মূল্যের উপর সঠিক ভ্যাট চালান গ্রহণ ও আদর্শ ভ্যাট হারে শুধু মূল্য সংযোজনের ভ্যাট দায় ব্যবসায়ীর		(৫.২৫)

উপরোক্ত চার্ট অনুসারে উৎপাদক এর নিকট থেকে পাইকারী ব্যবসায়ী পণ্যটা ক্রয় করে তার ব্যবসায় পর্যায়ে মূল্য সংযোজন করার পর ভোক্তার নিকট ভ্যাট সহ ৪৬০ টাকায় বিক্রয় করলেন। এই স্তরে ভ্যাট প্রদানের দায় ব্যবসায়ীর। এখানে প্রদেয় ভ্যাট ৬০ টাকা যাহার মধ্যে ৫৪.৭৫ টাকা আদর্শ ভ্যাট হারে ক্রয়ের সময় সময় মুসক-৬.৩ থাকায় রেয়াত বাদ দেওয়ার পর নগদে ৫.৭৫ টাকা প্রদান করতে হবে এবং সেটা প্রদানের দায় ব্যবসায়ীর বা আইন অনুসারে ব্যবসায়ীর নিকট থেকে আদায়যোগ্য।



THE REAL CONSULTATION

উক্ত লেনদেন নিম্নরূপ ভাবে হিসাবভুক্ত করা হবে।

	ডেবিট	ক্রেডিট
ক্রয়	৩৬৫.০০	
অগ্রিম প্রদত্ত ভ্যাট	৫৪.৭৫	
নগদ/ব্যাংক প্রদান		৪১৯.৭৫
বিক্রয়ের বিপরীতে টাকা জমা		
	ডেবিট	ক্রেডিট
নগদ/ব্যাংক জমা	৪৬০.০০	
বিক্রয়		৪০০.০০
প্রদেয় ভ্যাট		৬০.০০
বিক্রয়ের বিপরীতে প্রদেয় ভ্যাট সমন্বয়		
	ডেবিট	ক্রেডিট
প্রদেয় ভ্যাট	৬০.০০	
অগ্রিম প্রদত্ত ভ্যাট		৫৪.৭৫
নগদ/ব্যাংক প্রদান		৫.২৫

৫(৪০)। আদর্শ মূসক হারে ব্যবসায়ীর মূল্য সযোজন কর হিসাবরক্ষণ।

আদর্শ মূসক ব্যবস্থাপনায় ব্যবসায়ীকে তার ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে বা প্রতিষ্ঠানসমূহে নিম্নলিখিত খাতাপত্র সমূহ, চালানপত্রসমূহ এবং উহার বিপরীতে ভ্যাট আইনে নির্ধারিত ফরমে ও পদ্ধতিতে যথাযথভাবে সংরক্ষণ করিতে হইবে।

- (১) ক্রয় চালান পত্র= আমদানীকারক ও পাইকারী ব্যবসায়ী পণ্য আমদানী ও ক্রয়ের সময় বিল অব এন্ট্রি বা ক্রয় চালান পত্র বা মূসক ফরম-৬.৩ এর মাধ্যমে পণ্য ক্রয় করে থাকেন।
- (২) ক্রয় হিসাব পুস্তক— আদর্শ মূসক হারে আমদানীকারক ও ব্যবসায়ী যে পণ্য আমদানী ও উৎপাদকের নিকট থেকে বিল অব এন্ট্রি বা ক্রয় চালান পত্রের দ্বারা পণ্য ক্রয় করবেন সেটার কোন পরিবর্তন করা ছাড়া বিক্রয় করেন সেক্ষেত্রে তাহার ক্রয় সংক্রান্ত সকল কার্যক্রম ফরম “মূসক-৬.১” বা ক্রয় রেজিস্টারে সংরক্ষণ করিবেন।

মূসক-৬.১

প্রতিষ্ঠানের নাম, ঠিকানা ও ব্যবসা সনাক্তকরণ সংখ্যা

ক্রয় হিসাব পুস্তক

(পণ্য বা সেবা প্রক্রিয়াকরণে সম্পূর্ণ এমন নিবন্ধিত বা অসিকাতুল ব্যক্তির জন্য প্রযোজ্য)

[বিধি ৪০(১) এর দফা (ক) এবং ৪১ এর দফা (ক) দ্রষ্টব্য]

পণ্য/সেবার উপকরণ ক্রয়

ক্রমিক সংখ্যা	তারিখ	মজুদ উপকরণের প্রারম্ভিক জের		চালানপত্র/ বিল অব এন্ট্রি নম্বর	তারিখ	বিক্রেতা/ সরবরাহকারী			বিবরণ	পরিমাণ	মূল্য (সেকল প্রকার কর ব্যতীত)	সম্পূর্ণকশুদ্ধ (যদি থাকে)	মূসক	মোট উপকরণের পরিমাণ		পণ্য প্রস্তুত/প্রক্রিয়া করণে উপকরণের ব্যবহার		উপকরণের প্রারম্ভিক জের	মন্তব্য	
																				পরিমাণ (একক)
		নাম	ঠিকানা			নিবন্ধন/ তালিকাভুক্তি/ জাতীয় পরিচয়পত্র নং	পরিমাণ (একক)	মূল্য (সকল প্রকার কর ব্যতীত)												
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)	(১০)	(১১)	(১২)	(১৩)	(১৪)	(১৫)	(১৬)	(১৭)	(১৮)	(১৯)	(২০)	

বিশেষ দ্রষ্টব্যঃ

- ১। অর্থনৈতিক কার্যক্রম সংশ্লিষ্ট সকল প্রকার ক্রয়ের তথ্য এই ফরমে অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে।
- ২। যে ক্ষেত্রে অনিবন্ধিত ব্যক্তির নিকট হইতে পণ্য ক্রয় করা হইবে সেই ক্ষেত্রে উক্ত ব্যক্তির পূর্ণাঙ্গ নাম, ঠিকানা ও জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বর যথাযথভাবে সংশ্লিষ্ট কলাম [(৭), (৮) ও (৯)] এ আবশ্যিকভাবে উল্লেখ করিতে হইবে।
- ৩। উপকরণ ক্রয়ের স্বপক্ষে প্রামাণিক দলিল হিসাবে বিল অব এন্ট্রি বা চালানপত্রের কপি সংরক্ষণ করিতে হইবে।”;

(৩) কর চালানপত্র।—

বানিজ্যিক আমদানীকারক বা ব্যবসায়ীগণ ১৫% হারে ব্যবসায় পর্যায়ে নিম্নলিখিত পদ্ধতি অনুসরণ করে মূসক কর চালান পত্র বা মূসক ফরম ৬.৩ ইস্যু করবেন।

- (ক) ব্যবসায়ীরা প্রতিটি বিক্রয়ের বিপরীতে একটি করে মূসক ৬.৩ কর চালান পত্র ইস্যু করবেন।
- (খ) প্রতিটি চালানের ক্রমিক নম্বর অর্থ বছর ভিত্তিক হবে। জুলাই মাসের ১ তারিখ থেকে চালান নম্বর শুরু করতে হবে।
- (গ) কেন্দ্রীয় ভাবে নিবন্ধনকৃত ব্যবসায়ী একাধিক স্থান হইতে সরবরাহ প্রদান করিলে প্রতিটি স্থানের জন্য আলাদা সংখ্যানুক্রমিক কর চালানপত্র জারি করিতে পারিবেন যাহাতে স্থানের নাম, ঠিকানা ও চালানপত্র নম্বর উল্লেখ থাকিবে;
- (ঘ) কর চালানপত্র ন্যূনতম ২(দুই) প্রস্থে জারি করিতে হইবে যাহার মূল চালানপত্রটি ক্রেতাকে প্রদান করিতে হইবে এবং অনুলিপি নিবন্ধিত ব্যক্তি সংরক্ষণ করিবে।



“গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড

মূসক-৬.৩

কর চালানপত্র

[বিধি ৪০ এর উপ-বিধি (১) এর দফা (গ) ও দফা (চ) দ্রষ্টব্য]

নিবন্ধিত ব্যক্তির নাম:

নিবন্ধিত ব্যক্তির বিআইএন:

চালানপত্র ইস্যুর ঠিকানা:

ক্রেতার নাম:

ক্রেতার বিআইএন:

সরবরাহের গন্তব্যস্থল:

চালানপত্র নম্বর:

ইস্যুর তারিখ:

ইস্যুর সময়:

ক্রমিক	পণ্য বা সেবার বর্ণনা (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ব্র্যান্ড নামসহ)	সরবরাহের একক	পরিমাণ	একক মূল্য (টাকায়)	মোট মূল্য (টাকায়)	সম্পূরক শুল্কের পরিমাণ (টাকায়)	মূল্য সংযোজন করের হার/ সুনির্দিষ্ট কর	মূল্য সংযোজন কর/ সুনির্দিষ্ট কর এর পরিমাণ (টাকায়)	সকল প্রকার শুল্ক ও করসহ মূল্য
সর্বমোট									

প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষের দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির নাম:

পদবী :

স্বাক্ষর:

সীল:

* উৎসে কর্তনযোগ্য সরবরাহের ক্ষেত্রে ফরমটি সমন্বিত কর চালানপত্র ও উৎসে কর কর্তন সনদপত্র হিসেবে বিবেচিত হইবে এবং উহা উৎসে কর কর্তনযোগ্য সরবরাহের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে।

(৪) বিক্রয় হিসাব পুস্তক ব্যবসায়ীগণ বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে প্রতিদিন যে পরিমাণ ভ্যাট চালান ইস্যু করবেন তা সংখ্যার ক্রম অনুসারে আদর্শ মূসক হার ব্যবস্থাপনার আওতায় তাহার পণ্য বিক্রয় ভ্যাট চালান গুলি বিক্রয় হিসাব ফরম “মূসক-৬.২” বা বিক্রয় রেজিষ্টারে সংরক্ষণ করিবেন।

“গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড

মূসক-৬.২

মুসক-৬.১

প্রতিষ্ঠানের নাম, ঠিকানা ও ব্যবসা সনাক্তকরণ সংখ্যা

বিক্রয় হিসাব পুঁজক

(পণ্য বা সেবা প্রক্রিয়াকরণে সম্পৃক্ত এমন নিবন্ধিত বা তালিকাভুক্ত ব্যক্তির অন্য প্রযোজ্য)

[বিধি ৪০ এর উপ-বিধি (১) এর দফা (খ) এবং বিধি ৪১ এর দফা (ক) দ্রষ্টব্য]

পণ্য/সেবার বিক্রয়																				
ক্রমিক সংখ্যা	তারিখ	উৎপাদিত পণ্য/সেবার প্রারম্ভিক জের		উৎপাদন		মোট উৎপাদিত পণ্য/সেবা		ক্রেতা/ সরবরাহগ্রহীতা			চালানপত্রের বিবরণ		বিক্রিত/সরবরাহকৃত পণ্যের বিবরণ					পণ্যের প্রারম্ভিক জের		মন্তব্য
		পরিমাণ (একক)	মূল্য (সকল প্রকার ব্যতীত)	পরিমাণ (একক)	মূল্য (সকল প্রকার ব্যতীত)	পরিমাণ (একক)	মূল্য (সকল প্রকার কর ব্যতীত)	নাম	ঠিকানা	নিবন্ধন/ তালিকাভুক্তি/ জাতীয় পরিচয়পত্র নং	নম্বর	তারিখ	বিবরণ	পরিমাণ	করযোগ্য মূল্য	সংশ্লিষ্ট শুল্ক (যদি থাকে)	মুসক	পরিমাণ (একক)	মূল্য (সকল প্রকার কর ব্যতীত)	
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭) =(৩+৫)	(৮) =(৪+৬)	(৯)	(১০)	(১১)	(১২)	(১৩)	(১৪)	(১৫)	(১৬)	(১৭)	(১৮)	(১৯) =(৭-১১)	(২০) =(৮-১৬)	(২১)

বিশেষ দ্রষ্টব্যঃ

* যেহেতু অনিবন্ধিত ব্যক্তির নিকট পণ্য বিক্রয় করা হইবে সেইহেতু উক্ত ব্যক্তির পূর্ণাঙ্গ নাম, ঠিকানা ও জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বর যথাযথভাবে সংশ্লিষ্ট কলামে [(৯), (১০) ও (১১)] অবশ্যিকভাবে উল্লেখ করিতে হইবে।”:

আমরা উপরোক্ত মূসক ফরম শুধুমাত্র ব্যবসায় পর্যায়ে যে কয়টা কলাম দরকার হয় সে কয়টা কলাম রেখে বাকী অপ্রয়োজনীয় কলাম গুলি বাদ দিব। একজন ব্যবসায়ীর প্রকৃত হিসাব রক্ষণের জন্য যা দরকার সে ভাবে ফরম গুলি তৈরী করা হবে।

৫১। কর চালানপত্র।—

- (১) প্রত্যেক নিবন্ধিত সরবরাহকারী করযোগ্য সরবরাহের উপর যে তারিখে মূসক প্রদেয় হইবে সেই তারিখ বা তৎপূর্বে নিম্নবর্ণিত তথ্যসম্মিলিত একটি সংখ্যানুক্রমিক করচালানপত্র জারি করিবেন, যথা:—
- (ক) চালানপত্র প্রদানের তারিখ ও সময়;
- (খ) সরবরাহকারীর নাম, ঠিকানা, ও ব্যবসা সনাক্তকরণ সংখ্যা;
- (গ) সরবরাহমূল্য ২৫,০০০.০০ (পঁচিশ হাজার) টাকার অধিক হইলে ক্রেতার নাম, ঠিকানা, ও ব্যবসা সনাক্তকরণ সংখ্যা;
- (ঘ) সরবরাহকৃত পণ্যের বর্ণনা, পরিমাণ, সরবরাহ প্রদানের প্রকৃত তারিখ ও সময়;
- (ঙ) সরবরাহ মূল্য (মূসক ব্যতীত);
- (চ) সরবরাহের উপর প্রযোজ্য মূসক হার;
- (ছ) প্রদেয় মূসকের পরিমাণ;
- (জ) সরবরাহ মূল্য এবং প্রদেয় মূসকের যোগফল; এবং
- (ঝ) বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত অন্য কোন তথ্য।
- (২) কোন কর চালানপত্রে উপ-ধারা (১) এর দফা (গ) এ উল্লিখিত তথ্য অন্তর্ভুক্ত না থাকিলে, উক্ত চালানপত্রের বিপরীতে উপকরণ কর রেয়াত গ্রহণ করা যাইবে না।
- (৩) যে ক্ষেত্রে ধারা ৫৩ প্রযোজ্য হইবে, সে ক্ষেত্রে এই ধারা প্রযোজ্য হইবে না।

THE REAL CONSULTATION

আজকের বিষয় "ভ্যাট আইনে একাউন্টিং টার্মের ব্যবহার, হিসাবে ব্যবহৃত খাতা পত্রের দ্বারা মুসক ফরম সমূহ পূরণ ও অডিট সম্পূর্ণ এবং সে অনুসারে দক্ষ জনশক্তি, আদর্শ ভ্যাট হার ও সহজবোধ্য ভাষার ব্যবহার করলে ভ্যাট আইন বাস্তবায়ন সম্ভব" এর উপস্থাপন।

আমাদের প্রচুর একাউন্টিং এ দক্ষ লোকবল আছে। ভ্যাট আইন ও একাউন্টিং সিস্টেমের বাহিরের কোন বিষয় না। ভ্যাট আইনের অনেক অংশে বর্তমান ভাষা পরিহার করে খুব সহজে একাউন্টিং এর ভাষা ব্যবহার করা যায়। সেটা করা গেলে ভ্যাট প্রদানকারীর ভাষাগত বোঝার সমস্যা দূর করা যাবে। হিসাবের জন্য খাতা পত্রের দ্বারা মুসক ফরম গুলি পূরণ করতে পারলে জনশক্তির বহুবিদ ব্যবহারের দ্বারা ব্যবসায়িক খরচ হ্রাস পাবে। আজ ব্যবসায় পর্যায়ে ভ্যাট ব্যবস্থা ও একাউন্টিং এর সমন্বয় উপস্থাপন করব।

Tuesday, April 14, 2020



THE REAL CONSULTATION

একাউন্টিং সিস্টেম ও ভ্যাট আইনের সমন্বয়ে করণীয় বিষয় সমূহ।

ভ্যাট আইন ৪- ব্যবসায় পর্যায়ে ভ্যাট আইনের দরকারি অংশ আলাদা করে সেখানে একাউন্টিং টার্ম ও সহজবোধ্য ভাষার ব্যবহার করা।

- ভ্যাট আইনে যে সমস্ত ফরম সংরক্ষনের কথা আছে সেগুলো কত সহজ ভাবে সঠিক ও সুন্দর ভাবে এবং দক্ষতার সাথে করা যায় সেটার ব্যবস্থা করা।
- পণ্য ক্রয় করা থেকে শুরু করে বিক্রয় করা পর্যন্ত এমন এক ট্যাগিং সিস্টেম এর মধ্যে আনা যাতে করে খুব সহজে ই সামান্য ভ্যাট জানা লোকের ও ভুল ভ্রান্তি ছাড়া সমস্ত কাজ সমাধান করতে পারেন।

- **মুসক ফরম ও হিসাব বিজ্ঞান এর সমন্বয় ৪-** মুসক ফরম গুলি ডাবল এন্ট্রি একাউন্টিং সিস্টেমে নিয়ে আসা এবং সকল জায়গায় একাউন্টিং টার্ম ব্যবহার করা।
- হিসাবের দলিলাদি ক্যাশ বুক ও ব্যাংক বুক ও জার্নাল এন্ট্রির দ্বারা মুসক ফরম ৬.১ ও ৬.২ পূরণ করার ব্যবস্থা করা।
- মাসিক ট্রায়েল ব্যালেন্স এর দ্বারা মুসক ফরম ৯.১ পূরণ করার পদ্ধতি তৈরী করা। দুই সিস্টেমে একজন দক্ষ জনশক্তির দ্বারা লাভজনক ভাবে ব্যবসায় পরিচালনার দ্বারা আইন মানতে উৎসাহী হবেন।

Tuesday, April 14, 2020

2

**ব্যবসায় পর্যায়ে লেনদেনের দ্বারা মূসক-৬.১ ও মূসক-৬.২ পূরণের নমুনা**

বিবরণ	প্রতি একক মূল্য	প্রতি একক মূল্যের
পণ্য ক্রয়- (এন্ট্রি হবে মূসক ফর্ম- ৬.১ ক্রয়ের সময় মূসক -৬.৩ তে উল্লেখিত বিস্তারিত তথ্যের দ্বারা)	৩৬৫.০০	৫৪.৭৫
দোকান ভাড়া ও কর্মচারীর বেতন (ক্যাশ/ব্যাংক বুক থেকে সরাসরি খরচের লেজারে)	১০.০০	
ব্যাংক সুদ সহ অন্যান্য খরচ (ক্যাশ/ব্যাংক বুক থেকে সরাসরি খরচের লেজারে)	১০.০০	
লাভ বেতন (মাসের শেষে ট্রায়েল ব্যালেন্স থেকে লাভ ক্ষতি হিসাব থেকে)	১৫.০০	
ভ্যাট ছাড়া বিক্রয় মূল্য (এন্ট্রি হবে মূসক ৬.২ তে বিক্রয়ের সময় ইস্যুকৃত মূসক-৬.৩ থেকে বিস্তারিত তথ্যের দ্বারা)	৪০০.০০	
প্রদেয় ভ্যাট	৬০.০০	৬০.০০
ভ্যাট সহ বিক্রয় মূল্য/বিক্রয়ের বিপরীতে টাকার পরিমাণ/ ভোক্তার ক্রয় মূল্য	৪৬০.০০	

Tuesday, April 14, 2020

**ব্যবসায়ের লেনদেন নিম্নরূপ ভাবে হিসাবভুক্ত করা হবে।**

ক্রয়ের বিপরীতে টাকা প্রদান		
বিবরণ	ডেবিট	ক্রেডিট
ক্রয়	৩৬৫.০০	
অস্থায়ী প্রদত্ত ভ্যাট	৫৪.৭৫	
নগদ/ব্যাংক প্রদান		৪১৯.৭৫
বিক্রয়ের বিপরীতে টাকা জমা		
	ডেবিট	ক্রেডিট
নগদ/ব্যাংক জমা	৪৬০.০০	
বিক্রয়		৪০০.০০
প্রদেয় ভ্যাট		৬০.০০

Tuesday, April 14, 2020

4



ব্যবসায়ের লেনদেন নিম্নরূপ ভাবে হিসাবভুক্ত করা হবে।

বিক্রয়ের বিপরিতে প্রদেয় ভ্যাট সমন্বয়		
	ডেবিট	ক্রেডিট
প্রদেয় ভ্যাট	৬০.০০	
অগ্রীম প্রদত্ত ভ্যাট		৫৪.৭৫
নগদ/ব্যাংক প্রদান		৫.২৫
খরচ সমূহ হিসাব ভুক্ত করন		
	ডেবিট	ক্রেডিট
বাড়ীভাড়া	১০.০০	
ব্যাংক সুদ সহ অন্যান্য খরচ	১০.০০	
লাভ ও কর্মচারীর বেতন	১৫.০০	
নগদ/ব্যাংক প্রদান		৩৫.০০

Tuesday, April 14, 2020

5



আলোচিত লেনদেন সমূহকে মাসে একশত গুন ধরে ট্রায়েল ব্যালেন্স তৈরী এবং সে সামারী দ্বারা মুসক-৯.১ ও মুসক -৪.২ পূরণ নিম্নরূপ

বিবরণ	প্রতি একক	ডেবিট	ক্রেডিট
ক্রয় (মুসক-৯.১ এ মোট ক্রয়ের কলামে ও মুসক-৪.২ এ উপকরণ হিসাবে)	৩৬৫	৩৬,৫০০	
অগ্রীম প্রদত্ত ভ্যাট(মুসক-৯.১ এ রেয়াত এর কলামে লিখতে হবে)	৫৫	৫,৪৭৫	
বাড়ীভাড়া (মুসক -৪.২ এ মূল্য সংযোজন হিসাবে লেখা যাবে)	১০	১,০০০	
ব্যাংক সুদ ও বিবিধ (মুসক-৪.২ এ মূল্য সংযোজন হিসাবে লিখা যাবে)	১০	১,০০০	
লাভ ও কর্মচারী বেতন (মুসক ৪.২ এ মূল্য সংযোজন এ লেখা যাবে)	১৫	১,৫০০	
বিক্রয় (মুসক-৯.১ এ মোট বিক্রয়ের কলামে লিখতে হবে)	৪০০		৪০,০০০
প্রদেয় ভ্যাট (মুসক-৯.১ এ মোট প্রদেয় ভ্যাটের কলামে যাবে)	৬০		৬,০০০
নগদ ট্রেজারী জমা ভ্যাট বাবদ (মুসক-৯.১ এ ট্রেজারী জমার কলামে)	৫	৫২৫	
সর্বমোট		৪৬,০০০	৪৬,০০০

Tuesday, April 14, 2020

6



THE REAL CONSULTATION

ব্যবসায়ীর লেনদেন সমূহকে ডাবল এন্ট্রি হিসাব ব্যবস্থায় রক্ষিত খাতা পত্রের দ্বারা মুসক ফরম সমূহ পূরণ ও আদর্শ ভ্যাট হারে দক্ষ জনশক্তি তৈরী করা গেলে ভ্যাট ফাকি রোধ হবে

ব্যবসায় পর্যায়ে ভ্যাট আইনের প্রয়োজনীয় অংশ আলাদা করে একটা নির্দেশিকা তৈরী করা, যাতে করে সহজে ও কম সময়ে দক্ষ জনশক্তিকে ভ্যাট প্রদানের দায়ের সচেতনতা বৃদ্ধি করা যাতে করে উভয় দিকের ফাকি রোধ সম্ভব হবে।

নতুন ভ্যাট আইন সম্পূর্ণ অডিট বেস, প্রতিমাসের ভ্যাট রিটার্নের সাথে ব্যাংক বুক, ক্যাশ বুক ও জার্নাল এন্ট্রি সমূহের ডেবিট ও ক্রেডিট পার্শের যোগফলের বিশ্লেষণ এর কিছু ফর্ম তৈরী করে খুব সহজে সঠিক ভ্যাট প্রদেয় ও সোর্স ভ্যাট নির্ণয় করা যাবে।

বর্তমানে মুসক-৯.১ এ ৬৪ সাব ফরম যাচা সঠিক ভাবে পূরণ যোগ্য নয়। হিসাব টার্ম ও দলিলাদির সাথে আইনের সমন্বয় করা হলে চারটি ফরম পূরণ করে বিক্রয়ের বিপরীতে প্রদেয় ভ্যাট ও সোর্স ভ্যাট সঠিক ভাবে নির্ণয় করা যাবে।

এর জন্য দরকার শুধুমাত্র আইন প্রণয়নকারীর আন্তরিকতা ও আমাদের দেশের প্রফেশনাল হিসাব রক্ষকদের পেশার সঠিক দায়বদ্ধতা। বিষয়টি আমি আরো বড় পরিসরে উপস্থাপন আনব ইনশাআল্লাহ।

Tuesday, April 14, 2020

7

৬(৪২)। ক্রয়-বিক্রয়ের তথ্য দাখিল।

(১) নিবন্ধন গ্রহণ করা প্রত্যেক ব্যবসায়ীকে প্রতি মাসে নিম্নলিখিত ভাবে ক্রয় ও বিক্রয় তথ্য দাখিল করতে হবে।

(ক) যদি কোনো সরবরাহ ২ (দুই) লক্ষ টাকার অধিক মূল্যমানের মুসক চালানপত্রে বা চালানপত্রসমূহের তথ্য সংশ্লিষ্ট কর মেয়াদের দাখিলপত্র জমা প্রদানের সময় বা পূর্বে ফরম “মুসক-৬.১০” এ অনলাইনে মুসক কম্পিউটার সিস্টেমে প্রেরণ করিবেন।

(খ) কোনো সরবরাহ গ্রহণের বিপরীতে, ২ (দুই) লক্ষ টাকার অধিক মূল্যমানের মুসক চালানপত্র তথ্য সংশ্লিষ্ট কর মেয়াদের দাখিলপত্র জমা প্রদানের সময় বা পূর্বে ফরম “মুসক-৬.১০” এ মুসক কম্পিউটার সিস্টেমে প্রেরণ করিবেন।

করদাতা কর্তৃক প্রদেয় নীট কর নিরূপণ ও পরিশোধ

৪৫। সরবরাহের উপর প্রদেয় নীট কর নিরূপণ ও পরিশোধ পদ্ধতি।—(১) কোন কর মেয়াদে করদাতা কর্তৃক প্রদেয় নীট করের পরিমাণ নিম্নবর্ণিত উপায়ে নিরূপণ করিতে হইবে, যথা:—

(ক) উক্ত কর মেয়াদে প্রদেয় সকল উৎপাদ কর এবং সম্পূরক শুল্ক যোগ করিয়া;

(খ) উক্ত কর মেয়াদে যেসকল উপকরণ কর রেয়াত পাওয়ার অধিকারী উহা দফা (ক) এর অধীন নিরূপিত কর যোগফল হইতে বিয়োগ করিয়া;

(গ) উক্ত কর মেয়াদে উক্ত নিবন্ধিত ব্যক্তির সকল বৃদ্ধিকারী সমন্বয় যোগ করিয়া; এবং

(ঘ) উক্ত কর মেয়াদে উক্ত নিবন্ধিত ব্যক্তির সকল হ্রাসকারী সমন্বয় বিয়োগ করিয়া।

(২) উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত পদ্ধতিতে নিরূপিত নীট কর, উক্ত কর মেয়াদের দাখিলপত্র পেশ করিবার পূর্বে, নির্ধারিত পদ্ধতিতে পরিশোধ করিতে হইবে।

৪৬। উপকরণ কর রেয়াত।—(১) এই আইনে ভিন্নরূপ কোন বিধান না থাকিলে, কোন নিবন্ধিত ব্যক্তি করযোগ্য সরবরাহ বা করযোগ্য আমদানির উপর আরোপিত মূল্য সংযোজন করের বিপরীতে উপকরণ কর রেয়াত গ্রহণ করিতে পারিবেন, যদি—

(ক) উক্ত ব্যক্তির অর্থনৈতিক কার্যক্রম প্রক্রিয়ায় এবং উক্ত ব্যক্তি কর্তৃক করযোগ্য সরবরাহ প্রদানের উদ্দেশ্যে আমদানি সম্পন্ন করা হয় বা তাহার নিকট সরবরাহ প্রদান করা হয়; এবং

(খ) উক্ত ব্যক্তি কোন সরবরাহের ক্ষেত্রে সরবরাহের পণ পরিশোধ করেন বা পরিশোধের জন্য দায়ী হয়;

(২) কোন নিবন্ধিত ব্যক্তি উপকরণ কর রেয়াত গ্রহণ করিতে পারিবে না, যদি:—

(ক) করযোগ্য সরবরাহের মূল্য ১,০০,০০০.০০ (এক লক্ষ) টাকা অতিক্রম করে; এবং

(খ) সরবরাহের বিপরীতে পণের আংশিক বা সমুদয় পরিমাণ ব্যাংকিং মাধ্যম ব্যতিরেকে নগদ অর্থের মাধ্যমে পরিশোধ করা হয়।

(৩) কোন অর্জন বা আমদানির বিপরীতে উপকরণ কর রেয়াত গ্রহণ করিতে পারিবে না, যদি—

- (ক) উক্ত অর্জন বা আমদানি যাত্রী যানবাহন সংক্রান্ত হয় বা উহার খুচরা যন্ত্রাংশ বা উক্ত যানবাহনের মেরামত বা রক্ষণাবেক্ষণ সেবার উদ্দেশ্যে করা হয়; তবে, যানবাহনের ব্যবসা করা, ভাড়া খাটানো বা পরিবহন সেবা প্রদান উক্ত ব্যক্তির অর্থনৈতিক কার্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত হইলে এবং যানবাহনটি উক্ত উদ্দেশ্যে অর্জিত হইলে উপকরণ কর রেয়াত গ্রহণ করা যাইবে;
- (খ) উক্ত অর্জন বা আমদানি চিত্তবিনোদন সংক্রান্ত বা চিত্তবিনোদনের নিমিত্তে ব্যবহৃত হয়; তবে, বিনোদন প্রদান উক্ত ব্যক্তির অর্থনৈতিক কার্যক্রম সংশ্লিষ্ট হইলে এবং বিনোদনটি অর্থনৈতিক কার্যক্রমের স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় প্রদান করা হইলে উপকরণ কর রেয়াত গ্রহণ করা যাইবে;
- (গ) উক্ত অর্জন ক্রীড়া বিষয়ক, সামাজিক বা বিনোদনমূলক ক্লাব, সংঘ বা সমিতিতে কোন ব্যক্তির সদস্যপদ বা প্রবেশাধিকার সম্পর্কিত হয়;
- (খ) সরবরাহের ক্ষেত্রে, সরবরাহকারী কর্তৃক ইস্যুকৃত কর চালানপত্র ;

৭(৪৭)। দাখিলপত্র পেশ।

নিবন্ধিত ব্যক্তি ফরম “মুসক-৯.১” এ মূল্য সংযোজন কর দাখিলপত্র পেশ করিবেন।



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড

মুসক-৯.১

মূল্য সংযোজন কর দাখিলপত্র
[বিধি ৪৭ এর উপ-বিধি (১) দ্রষ্টব্য]

অংশ-১: করদাতার তথ্য

(১) ব্যবসায় সনাক্তকরণ সংখ্যা	:	
(২) করদাতার নাম	:	
(৩) করদাতার ঠিকানা	:	
(৪) ব্যবসার প্রকৃতি	:	
(৫) অর্থনৈতিক কার্যক্রম এর প্রকৃতি	:	

অংশ-২: দাখিলপত্র জমার তথ্য

(১) কর মেয়াদ	:	মাস / বৎসর
(২) দাখিলপত্রের প্রকার [অনুগ্রহ করিয়া প্রযোজ্যটিতে টিক দিন]	:	<div>(ক) মূল দাখিলপত্র (ধারা ৬৪) <input type="checkbox"/></div> <div>(খ) সংশোধিত দাখিলপত্র (ধারা ৬৬) <input type="checkbox"/></div> <div>(গ) পূর্ণ, অতিরিক্ত বা বিকল্প দাখিলপত্র (ধারা ৬৭) <input type="checkbox"/></div>
(৩) বিগত করমেয়াদে কোনো কার্যক্রম সম্পাদিত হইয়াছে কি?	:	<div><input type="checkbox"/> হ্যাঁ <input type="checkbox"/> না</div> <div>[যদি 'না' হয় তাহা হইলে অংশ-১, ৩, এবং ১১ পূরণ করুন]</div>
(৪) পেশের তারিখ	:	<div>D D / M M / Y Y Y Y</div>

অংশ-৩: সরবরাহ প্রদান - প্রদেয় কর

সরবরাহের প্রকৃতি	নোট	মূল্য (ক)	এসডি (খ)	মুসক (গ)	
শূন্যহার	১				সাবফর্ম-ক
বিশিষ্ট	২				সাবফর্ম-ক
পণ্য/সেবা	৩				সাবফর্ম-ক
অব্যাহতিপ্রাপ্ত পণ্য/সেবা	৪				সাবফর্ম-ক
আদর্শ হারের পণ্য/সেবা	৫				সাবফর্ম-ক
সর্বোচ্চ খুচরা মূল্যভিত্তিক পণ্য	৬				সাবফর্ম-ক
সুনির্দিষ্ট কর ভিত্তিক পণ্য/সেবা	৭				সাবফর্ম-ক
আদর্শ করহার ব্যতীত ভিন্ন করহার ভিত্তিক পণ্য/সেবা	৮				সাবফর্ম-ক
খুচরা/পাইকারী/ব্যবসায়ী ভিত্তিক সরবরাহ	৯				সাবফর্ম-খ
মোট বিক্রয়মূল্য ও মোট প্রদেয় কর					

অংশ-৪: ক্রয় - উপকরণ কর

(ক) আপনার সরবরাহকৃত সকল পণ্য যদি আদর্শ হারের হয়, সেক্ষেত্রে নোট ১০-২০ পূরণ করুন।
(খ) আপনার সরবরাহকৃত সকল পণ্য যদি আদর্শ হারের না হয়, সেক্ষেত্রে নোট ২১-২২ পূরণ করুন।
(গ) আপনার সরবরাহকৃত পণ্য যদি আদর্শ হারের এবং আদর্শহার ব্যতীত উভয় হয়, সেক্ষেত্রে পণ্য উৎপাদনে উপকরণের ব্যবহার অনুযায়ী উপকরণ মূল্য আনুপাতিক হারে প্রযোজ্যতা অনুযায়ী নোট ১০-২২ পূরণ করুন।

ক্রয়ের প্রকৃতি	নোট	মূল্য (ক)	মুসক (খ)
-----------------	-----	-----------	----------

শূন্যহার বিশিষ্ট পণ্য/সেবা	স্থানীয় ক্রয়	১০			সাবফর্ম-ক
	আমদানি	১১			সাবফর্ম-ক
অব্যাহতিপ্রাপ্ত পণ্য/সেবা	স্থানীয় ক্রয়	১২			সাবফর্ম-ক
	আমদানি	১৩			সাবফর্ম-ক
আদর্শ হারের পণ্য/সেবা	স্থানীয় ক্রয়	১৪			সাবফর্ম-ক
	আমদানি	১৫			সাবফর্ম-ক
আদর্শ হার ব্যতীত অন্যান্য হারের পণ্য/সেবা	স্থানীয় ক্রয়	১৬			সাবফর্ম-ক
	আমদানি	১৭			সাবফর্ম-ক
সুনির্দিষ্ট কর ভিত্তিক পণ্য/সেবা	স্থানীয় ক্রয়	১৮			সাবফর্ম-গ
রেয়াতযোগ্য নয় এরূপ পণ্য/সেবা (স্থানীয় ক্রয়)	টার্গেটভার প্রতিষ্ঠান হইতে	১৯			সাবফর্ম-ক
	অনিবন্ধিত প্রতিষ্ঠান হইতে	২০			সাবফর্ম-ক
রেয়াতযোগ্য নয় এরূপ পণ্য/সেবা (যে সকল করদাতা শুধুমাত্র অব্যাহতিপ্রাপ্ত/সুনির্দিষ্ট কর/আদর্শ হার ব্যতীত অন্যান্য হারের পণ্য/সেবা সরবরাহ করেন)	স্থানীয় ক্রয়	২১			সাবফর্ম-ক
	আমদানি	২২			সাবফর্ম-ক
মোট উপকরণ কর রেয়াত		২৩			

অংশ-৫: বৃদ্ধিকারী সমন্বয় (মূল্য সংযোজন কর)			
সমন্বয় ঘটনা	নোট	পরিমাণ	
সরবরাহ গ্রহীতা কর্তৃক উৎসে কর্তনের জন্য	২৪		সাবফর্ম - ঘ
ব্যাংকিং চ্যানেলে মূল্য পরিশোধিত হয় নাই এমন সরবরাহের জন্য	২৫		
ডেবিট নোটের জন্য	২৬		
অন্যকোনো সমন্বয় ঘটনার জন্য (নিচে বর্ণনা করুন)	২৭		
মোট বৃদ্ধিকারী সমন্বয়	২৮		

অংশ-৬: হ্রাসকারী সমন্বয় (মূল্য সংযোজন কর)			
সমন্বয় ঘটনা	নোট	পরিমাণ	
প্রদত্ত সরবরাহ হইতে উৎসে কর্তনের জন্য	২৯		সাবফর্ম — ঙ
আমদানি পর্যায়ে প্রদেয় আগাম কর	৩০		
রপ্তানি পণ্য উৎপাদনে ব্যবহৃত কাঁচামালের বিপরীতে প্রদেয় মূল্য সংযোজন কর	৩১		সাবফর্ম — চ
ক্রেডিট নোট ইস্যুর জন্য	৩২		
অন্যকোনো সমন্বয় ঘটনার জন্য(নিচে বর্ণনা করুন)	৩৩		
মোট হ্রাসকারী সমন্বয়	৩৪		

আইটেম	নোট	পরিমাণ
বর্তমান করমেয়াদে প্রদেয় মোট মূসক (সমাপনী জের এর সহিত সমন্বয় ব্যতীত) (৯গ-২৩খ+২৮-৩৪)	৩৫	
সমাপনী জের এর সহিত সমন্বয়ের পর বর্তমান করমেয়াদে প্রদেয় মোট মূসক (৩৫-৫০)	৩৬	
বর্তমান করমেয়াদে প্রদেয় মোট সম্পূরক শুল্ক (সমাপনী জের এর সহিত সমন্বয় ব্যতীত) (৯খ+৩৯-৪০-৪১)	৩৭	
সমাপনী জের এর সহিত সমন্বয়ের পর বর্তমান করমেয়াদে প্রদেয় মোট সম্পূরক শুল্ক (৩৭-৫১)	৩৮	
ডেবিট নোট ইস্যুর জন্য সমন্বয়কৃত সম্পূরক শুল্ক	৩৯	
ক্রেডিট নোট ইস্যুর জন্য সমন্বয়কৃত সম্পূরক শুল্ক	৪০	
রপ্তানি পণ্য উৎপাদনে ব্যবহৃত কীচামালের বিপরীতে প্রদেয় সম্পূরক শুল্ক	৪১	
অপরিশোধিত মূসকের জন্য সুদ	৪২	
অপরিশোধিত সম্পূরক শুল্ক এর জন্য সুদ	৪৩	
অর্থদণ্ড ও জরিমানা	৪৪	
আবগারি শুল্ক	৪৫	
উন্নয়ন সারচার্জ	৪৬	
তথ্য প্রযুক্তি উন্নয়ন সারচার্জ	৪৭	
স্বাস্থ্য সুরক্ষা সারচার্জ	৪৮	
পরিবেশ সুরক্ষা সারচার্জ	৪৯	
শেষ করমেয়াদের সমাপনী জের (মূল্য সংযোজন কর)	৫০	
শেষ করমেয়াদের সমাপনী জের (সম্পূরক শুল্ক)	৫১	

অংশ-৮: কর পরিশোধের তফসিল (ট্রেজারী জমা)

আইটেম	নোট	অর্থনৈতিক কোড	পরিমাণ
বর্তমান করমেয়াদে পরিশোধিত মোট মূসক	৫২		সাবফর্ম – ছ
বর্তমান করমেয়াদে পরিশোধিত মোট সম্পূরক শুল্ক	৫৩		সাবফর্ম – ছ
অপরিশোধিত মূসকের জন্য সুদ	৫৪		সাবফর্ম – ছ
অপরিশোধিত সম্পূরক শুল্ক এর জন্য সুদ	৫৫		সাবফর্ম – ছ
অর্থদণ্ড ও জরিমানা	৫৬		সাবফর্ম – ছ
আবগারি শুল্ক	৫৭		সাবফর্ম – ছ
উন্নয়ন সারচার্জ	৫৮		সাবফর্ম – ছ
তথ্য প্রযুক্তি উন্নয়ন সারচার্জ	৫৯		সাবফর্ম – ছ
স্বাস্থ্য সুরক্ষা সারচার্জ	৬০		সাবফর্ম – ছ
পরিবেশ সুরক্ষা সারচার্জ	৬১		সাবফর্ম – ছ

অংশ-৯: সমাপনী জের (পরবর্তী কর মেয়াদের প্রারম্ভিক জের)

আইটেম	নোট	পরিমাণ
সমাপনী জের (মূল্য সংযোজন কর)	৬২	
সমাপনী জের (সম্পূরক শুল্ক)	৬৩	

অংশ-১০: ফেরত

আমি সমাপনী জেরে উল্লিখিত অর্থ ফেরৎ গ্রহণে ইচ্ছুক	
<input type="checkbox"/> হ্যাঁ	<input type="checkbox"/> না
অংশ-১১: ঘোষণা	

আমি ঘোষণা করিতেছি যে, এই দাখিলপত্রে প্রদত্ত তথ্য সর্বোত্তমভাবে সম্পূর্ণ, সত্য ও নির্ভুল।			
নাম			
পদবি			
তারিখ			
মোবাইল নম্বর			
ইমেইল			
			স্বাক্ষর

সাবফর্ম সমূহ

সাবফর্ম - ক (নোট ১,২,৩,৪,৫,৬,১০,১১,১২,১৩,১৪, ১৫,১৬,১৭,১৯,২০,২১,২২ এর জন্য প্রযোজ্য)

ক্রমিক নং	পণ্য/ সেবার বাণিজ্যিক বর্ণনা	পণ্য/সেবার কোড	পণ্য/সেবার নাম	মূল্য (ক)	সম্পূরক শুল্ক (খ)	মূল্য সংযোজন কর (গ)	মন্তব্য
	মোট						

সাবফর্ম - খ (নোট ৮ এর জন্য প্রযোজ্য)

ক্রমিক নং	ক্যাটাগরী	পণ্য/ সেবার বাণিজ্যিক বর্ণনা	পণ্য/সেবার কোড	পণ্য/সেবার নাম	মূল্য (ক)	সম্পূরক শুল্ক (খ)	মূল্য সংযোজন কর (গ)	মন্তব্য
	বাণিজ্যিক আমদানিকারক							
	পেট্রোলিয়াম জাতীয় পণ্য							
	সুপার শপ							
	ঔষধ জাতীয় পণ্য							
	অন্যান্য ব্যাবসায়ী							
		মোট						

সাবফর্ম - গ (নোট ৬,১৮ এর জন্য প্রযোজ্য)

ক্রমিক নং	পণ্য/ সেবার বর্ণনা	পণ্য/ সেবার বাণিজ্যিক কোড	পণ্য/ সেবার নাম	পরিমাপের একক (ক)	পরিমাণ (খ)	প্রকৃত বিক্রয়/ক্রয় মূল্য (গ)	সম্পূরক শুল্ক (ঘ)	মূল্য সংযোজন কর (ঙ)	মন্তব্য
	মোট								

(২) মূল্য সংযোজন কর দাখিলপত্র কমিশনারের নিকট পেশ করিতে হইবে এবং উহা, অনলাইনে দাখিলের ক্ষেত্র ব্যতীত, নিম্নবর্ণিত ব্যক্তি কর্তৃক স্বাক্ষরিত ও যাচাইকৃত হইবে

(ক) নিবন্ধিত বা তালিকাভুক্ত ব্যক্তি;

(খ) যদি উক্ত ব্যক্তি বাংলাদেশে উপস্থিত না থাকেন, অথবা তাহার পক্ষে অন্যকোনো কারণে দাখিলপত্র স্বাক্ষর করা সম্ভব না হয়, সেইক্ষেত্রে তাহার পক্ষে যথাযথভাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি অথবা তাহার পক্ষ হইতে এমন কোনো ব্যক্তি যিনি উক্ত ব্যক্তি কর্তৃক স্বাক্ষর করার জন্য আমমোক্তারনামা প্রাপ্ত;

(৮)৪৮। বিলম্বে দাখিলপত্র পেশের পদ্ধতি।

(১) নিবন্ধিত বা তালিকাভুক্ত ব্যক্তি কোনো কর মেয়াদের দাখিলপত্র বিলম্বে পেশ করিতে চাহিলে যথাযথ কারণ উল্লেখপূর্বক উক্ত কর মেয়াদ শেষ হওয়ার ন্যূনতম ৭ (সাত) দিন পূর্বে ফরম “মূসক-৯.৩” এ কমিশনার বরাবর আবেদন করিতে পারিবেন।

(২) কমিশনার আবেদনে প্রদর্শিত কারণ যুক্তিস্থিত বিবেচনা করিলে আবেদন প্রাপ্তির ৭ (সাত) দিনের মধ্যে তাহা অনুমোদন করিবেন।

(৯)৪৯। দাখিলপত্র সংশোধন।

কোনো করদাতা কর্তৃক মূল্য সংযোজন কর অথবা টার্নওভার কর দাখিলপত্র পেশ করিবার পর পেশকৃত দাখিলপত্রে নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রে সংশোধনী আনয়ন করা যাইবে, যথা:—

(ক) কোনো করণিক ত্রুটি থাকিলে;

(খ) কোনো হিসাবের ভুল সংক্রান্ত কারণে কর কম পরিশোধিত হইয়া থাকিলে;

(গ) কোনো হিসাবের ভুল সংক্রান্ত কারণে কর বেশি পরিশোধিত হইয়া থাকিলে; বা

(ঘ) জালিয়াতি ব্যতীত অন্যকোনো ধরনের ত্রুটি সম্পাদিত হইয়া থাকিলে।

(১০)৬০। মূসক কর্মকর্তার প্রবেশ ও তত্ত্বাশির ক্ষমতা।

(১) সহকারী কমিশনারের নিচে নহেন এমন কোনো কর্মকর্তার অনুরোধক্রমে বা কমিশনার বা মহাপরিচালক নিজে ইচ্ছা করিলে বা কারো দ্বারা ফাকি অবহিত হলে ফরম “মূসক- ১২.১” এ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাকে উক্ত ধারায় বর্ণিত ব্যবসায়ীর স্থান, অঙ্গন, ঘরবাড়ি, যানবাহন, ইত্যাদিতে প্রবেশ বা তত্ত্বাশির ক্ষমতা প্রদান করিতে পারিবেন।

(১১)৬১। রেকর্ড, দলিলপত্র, পণ্য বা পণ্যবাহী যান জব্দকরণ।

(১) ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো কর্মকর্তা ব্যবসায়ীর ব্যবসায় স্থলে প্রবেশ বা তত্ত্বাশিকালে, নিরীক্ষা বা অনুসন্ধান এর জন্য যে কোনো রেকর্ড, দলিলপত্র, পণ্য বা পণ্যবাহী যান আটক ও জব্দ করে ব্যবসায় স্থল থেকে তার নিজ জিম্বায় নিতে পারিবেন।

(২) আটক বা জব্দের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট স্থান, পণ্য, রেকর্ড, দলিলাদি বা পণ্যবাহী যানের স্বত্বাধিকারী বা দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি বা তত্ত্বাবধানকারী ব্যক্তি বা চালক ভ্যাট কর্মকর্তা সহ দলকে সম্ভাব্য সকল ধরনের সহযোগিতা করিবেন।

(৩) সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ফরম “মূসক-১২.৩” এ একটি জব্দ তালিকা তৈরি করিয়া সংশ্লিষ্ট স্থান, পণ্য, রেকর্ড, দলিলাদি বা পণ্যবাহী যানের স্বত্বাধিকারী বা দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি বা তত্ত্বাবধানকারী ব্যক্তি বা চালকের স্বাক্ষরসহ ঘটনাস্থলে উপস্থিত ন্যূনতম ২ (দুই) জন ব্যক্তির স্বাক্ষর গ্রহণ করিবেন এবং উহার ১ (এক) টি অনুলিপি সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ী বা তার প্রতিনিধির নিকট হস্তান্তর করিবেন।

(৪) সংশ্লিষ্ট স্থান, পণ্য, রেকর্ড, দলিলপত্র বা পণ্যবাহী যানের স্বত্বাধিকারী বা দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি বা তত্ত্বাবধানকারী ব্যক্তি বা চালক সহযোগিতা না করিলে বা ব্যবসায়ী জব্দ তালিকায় স্বাক্ষর প্রদানে অস্বীকৃতি জানাইলে উপস্থিত ব্যক্তির স্বাক্ষর ব্যতীত প্রস্তুতকৃত জব্দ তালিকা বৈধ বলিয়া বিবেচিত হইবে।

(৫) তত্ত্বাশি ও রেকর্ডপত্র, দলিলপত্র, পণ্য বা পণ্যবাহী যান জব্দকরণের পরবর্তী কার্যদিবসের মধ্যে ফরম “মূসক-১২.৪” এ প্রাথমিক প্রতিবেদন ও ৫ (পাঁচ) কার্যদিবসের মধ্যে ফরম “মূসক- ১২.৫” এ চূড়ান্ত প্রতিবেদন কমিশনার বরাবর দাখিল করিতে হইবে।

(৬) তল্লাশি ও রেকর্ডপত্র, দলিলপত্র, পণ্য বা পণ্যবাহী যান জব্দকরণের মাধ্যমে কোনো অনিয়ম বা কর ফাঁকি উদঘাটিত হইলে চূড়ান্ত প্রতিবেদনের সহিত কমিশনার বরাবর ফরম “মূসক-১২.৬” এ একটি অনিয়ম বা কর ফাঁকির মামলা দায়ের করিতে হইবে।

(১৩)৬৪। ব্যাংক হিসাব অপরিচালনযোগ্য (ভৎবুব) করিবার ক্ষমতা ও পদ্ধতি।

(১) সহকারী কমিশনার পদমর্যাদার নিম্নে নহেন এমন কোনো কর্মকর্তা কমিশনারের পূর্বানুমোদনক্রমে নিম্নবর্ণিত ব্যক্তির ব্যাংক হিসাব অপরিচালনযোগ্য (ভৎবুব) করিতে পারিবেন,

(ক) ধারা ২ এর দফা (৭৪) এ সংজ্ঞায়িত কোনো ব্যক্তি;

(খ) নিবন্ধিত বা নিবন্ধনযোগ্য কোনো ব্যক্তি;

(ঘ) সহযোগী কোনো ব্যবসা প্রতিষ্ঠান।

(২) কমিশনার বা উপ-বিধি (১) এর অধীন কমিশনার কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা সংশ্লিষ্ট ব্যাংক কর্তৃপক্ষের নিকট ব্যাংক হিসাব অপরিচালনযোগ্য (ভৎবুব) করিবার লক্ষ্যে ফরম “মূসক- ১২.৯” এ একটি পরোয়ানা জারি করিবেন।

(৩) সংশ্লিষ্ট ব্যাংক কর্তৃপক্ষ উপ-বিধি (২) এর অধীন জারীকৃত পরোয়ানা প্রাপ্ত হইয়া তাৎক্ষণিকভাবে ব্যাংক হিসাব অপরিচালনযোগ্য (ভৎবুব) করিবেন এবং ফরম “মূসক-১২.১০” এ একটি প্রতিপালন প্রতিবেদন পরবর্তী দুই কার্যদিবসের মধ্যে পরোয়ানা জারিকারী কর্মকর্তার নিকট প্রেরণ করিবেন।

(৪) যে কারণে ব্যাংক হিসাব অপরিচালনযোগ্য (ভৎবুব) করা হইয়াছে তাহা নিষ্পত্তি হইলে উহা নিষ্পত্তির ৩ (তিন) কার্যদিবসের মধ্যে পরোয়ানা জারিকারী কর্মকর্তা ফরম “মূসক-১২.১১” এ ব্যাংক হিসাব পরিচালনযোগ্য করিবার একটি সনদ জারি করিবেন যাহার ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট ব্যাংক কর্তৃপক্ষ ব্যাংক হিসাব পরিচালনযোগ্য করিবেন।

(৫) ধারা ১১৫ এর অধীন জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট বা মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক ব্যাংক হিসাব অপরিচালনযোগ্য (ভৎবুব) করিবার ক্ষেত্রে ফৌজদারী কার্যবিধিতে বিধৃত পদ্ধতি অনুসরণ করিতে হইবে। বাংলাদেশ গেজেট, অতিরিক্ত, নভেম্বর ৩, ২০১৬

(১৪)৬৫। জরিমানা আরোপের পদ্ধতি।

(১) ধারা ৮৫ এর উপ-ধারা (১) এ বর্ণিত ব্যর্থতা বা অনিয়ম ব্যতীত অন্য যেকোনো ধরনের ব্যর্থতা বা অনিয়মের জন্য—

(ক) যদি কোনো কর ফাঁকি হইয়া থাকে তাহা হইলে ফাঁকি প্রদত্ত করের অনূর্ধ্ব সমপরিমাণ জরিমানা আরোপিত হইবে; এবং

(খ) যদি কোনো কর ফাঁকি না হইয়া থাকে তাহা হইলে অনূন ১০,০০০ (দশ হাজার) এবং অনূর্ধ্ব ১ (এক) লক্ষ টাকা জরিমানা আরোপিত হইবে।